একক ৯ ❐ আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিকদের অবদান

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ থষ্টেইন ভেবলেন

৯.৩.১ সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত সাধারণ ধ্যান ধারণা

৯.৪ চার্লস হর্টন কুলে

৯.৪.১ আত্ম-দর্পণ

৯.৪.২ প্রাথমিক গোষ্ঠী

৯.৫ জর্জ হার্বাট মীড

৯.৫.১ কর্ম বা আচরণ বিশ্লেষণ

৯.৫.২ আত্ম-তত্ত্ব

৯.৫.৩ আত্ম-উদ্ভব

৯.৬ রবার্ট এজরা পার্ক

৯.৬.১ সংঘবদ্ধ ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

৯.৬.২ সামাজিক প্রক্রিয়া

৯.৬.৩ সামাজিক দূরত্ব

৯.৬.৪ সামাজিক পরিবর্তন

৯.৬.৫ প্রাণ শৃঙ্খলা ও সামাজিক শৃঙ্খলা

৯.৬.৬ আত্ম, সামাজিক ভূমিকা ও প্রান্তিক মানুষ

৯.৭ পিটিরিম আলেক্সান্ড্রোভিচ্ সোরোকিন

৯.৭.১ সমাজতত্ত্ব

৯.৭.২ ব্যক্তিত্ব

৯.৭.৩ সামাজিক প্রক্রিয়া

৯.৭.৪ সামাজিক পরিবর্তন

৯.৮ সারাংশ

৯.৯ অনুশীলনী

৯.১০ উত্তরমালা

৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি সমাজতাত্ত্বিক বিকাশে আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিকদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন ও তাঁদের অবদান বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- থর্ষ্টেইন ভেবলেন এর সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত সাধারণ ধ্যান ধারণার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আত্ম-তত্ত্ব সম্পর্কে কুলে, মীড ও পার্ক এর অবদানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।
- সামাজিক-প্রক্রিয়া ও সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে পার্ক ও সোরোকিন এর অবদানের মধ্যেও তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।

৯.২ প্রস্তাবনা

আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে পথ প্রদর্শক কয়েকজন সমাজতাত্ত্বিকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিয়ে এই এককে আলোচনা করা হবে। সর্ব প্রথমে আমরা থর্ষ্টেইন ভেবলেন এর অবদান নিয়ে আলোচনা করবো। অর্থনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক ভেবলেন কিভাবে অর্থনৈতিক ব্যবহারের বিশ্লেষণে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে মূল গুরুত্ব প্রদান করেছেন, এখানে আমরা তা দেখবার চেষ্টা করবো। এরপর চার্লস হর্টন কুলের আত্মদর্শন ও প্রাথমিক গোষ্ঠী সংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে। আত্মদর্পণ-এ প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে কিভাবে আত্মবিকাশ ঘটে, ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে এবং সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভূমিকাই বা কি, এ নিয়ে আলোচনা করা হবে। পরবর্তী পর্বে আমরা সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ জর্জ হার্বার্ট মীড এর সমাজতাত্ত্বিক অবদান নিয়ে আলোচনা করবো। তাঁর আচরণ বিশ্লেষণ ও আত্ম-উদ্ভবের তত্ত্বে তিনি অঙ্গভঙ্গী, ঈশারা, অর্থপূর্ণ প্রতীক, সর্বজনীন অপর প্রভৃতি ধারণার অবতারণা করেছেন। মৌলিক এই সমস্ত ধারণা কিভাবে তাঁর তত্ত্বকে যুগান্তকারী করে তুলেছে, আমরা তা অনুধাবন করবার চেষ্টা করবো। এছাড়াও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সমাজতাত্ত্বিক, চিকাগো ঘরানার প্রাণ-পুরুষ রবার্ট এজরা পার্ক এর অবদান নিয়েও এই এককে আলোচনা করা হবে। বর্ণবৈষম্য বিরোধী এই বাস্তব জীবনমুখী সমাজতাত্ত্বিক একদিকে যেমন বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ের বাস্তবমুখী বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বহু সামাজিক সমস্যার সমাধানেও তিনি ছিলেন। বর্তমান এককে এই দিকপাল মার্কিন সমাজতাত্ত্বিকের বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে। সর্বশেষ আলোচ্য বিষয়—আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে পিটিরিম সোরোকিন এর অবদান। এই এককে সোরোকিনের বিভিন্ন ধারার চিন্তাভাবনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তন সংক্রান্ত তাঁর মৌলিক অবদান নিয়ে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করবার চেষ্টা করা হবে।

৯.৩ থর্ষ্টেইন ভেবলেন (Thursten Vebelen) (১৮৫৭ — ১৯২৯)

প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ সমালোচক থর্ষ্টেইন বান্দে ভেবলেন (১৮৫৭-১৯২৯) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উইস্‌কন্‌সিন-এ এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মূলত দর্শন ও অর্থনীতির ছাত্র হ'লেও

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। প্রখ্যাত দার্শনিক ডেভিড হিউম (David Hume) ও ইমানুয়েল কান্ট (Imanuel Kant) ছাড়াও তিনি প্রধানত ধ্রুপদী সমাজতাত্ত্বিক হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer), কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক এডওয়ার্ড বেলামী (Edward Belame) ও সর্বজনবিদিত মনীষী কার্ল মার্ক্সের (Karl Marx) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সমাজতত্ত্বে ভেবলেন-এর অবদান নিম্নলিখিত ধারায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

৯.৩.১ সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত সাধারণ ধ্যান ধারণা

বিবর্তনবাদী ও সমাজতাত্ত্বিক যুক্তিবোধের আলোকে ধ্রুপদী অর্থনীতির সমালোচনার মধ্য দিয়ে ভেবলেন এর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে। কোনও শাশ্বত সাধারণ নিয়মের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবহার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, প্রাচীন যুগের অর্থনৈতিক বিনিময়কে বুঝতে হ'লে রিকার্ডীয় ধারণার ব্যবহার সঙ্গত হবে না। ভেবলেন বিত্তবান পরিবারে জন্মানোর সৌভাগ্য লাভ করেন নি। হয়তো দারিদ্র্য ও দুঃখে পরিপূর্ণ তাঁর ব্যক্তি জীবনই চিন্তাজগতে তাঁকে আনন্দবাদ (Hedonism) ও উপযোগবাদ (utilitanianism) এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সহায়তা করেছে। তাই হয়তো তিনি আনন্দবাদী ও উপযোগবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে এক নয়া অর্থনীতি গড়তে চেয়েছিলেন—যে অর্থনীতি ইতিহাস নির্ভর, বিবর্তনবাদী ও মানুষের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা (মানুষের সক্রিয়তা) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তিনি মানুষকে একটি কর্মপ্রিয় প্রাণী হিসেবেই বর্ণনা করেছেন—অলস, সুখী, সুযোগ-সন্ধানী নয়।

স্পেন্সোরীয় ও ডারউইনীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী ভেবলেন মানব বিবর্তনকে তার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বা অভিযোজনের একটি চিরস্থায়ী প্রক্রিয়া হিসেবে দেখিয়েছেন। মার্ক্স ও হেগেলের (G.W.F.Hegel) বিপরীতে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিবর্তনের কোনও চরম লক্ষ্য নেই, বরং ক্রমপুঞ্জিত ঘটনাবলীর সমাহারই বিবর্তন। উন্নততর প্রযুক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার মানব বিবর্তনকে সূচিত করে। শেষ বিচারে শিল্প-বিদ্যা বা শিল্প-কলা বা শ্রমশৈলী (industrial arts) মানুষের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের অভিযোজনকে নির্ধারণ করে এবং এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম।

ভেবলেন-এর মতে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাভাবনা প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার অবস্থানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। একই ভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বহু মানুষের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে মানুষের অভ্যাস, বিবিধ সামাজিক প্রথা, কাজকর্ম্ম ও চিন্তাভাবনার ধারা। এই সমস্ত অভ্যাস ও প্রথাই ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ভেবলেন-এর মত অনুযায়ী সামাজিক বিবর্তনকে শিল্প-কলার বিকাশজনিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধরন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তিনি বিবর্তনের চারটি ধাপের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ নবপ্রস্তর যুগের শান্তিপূর্ণ আদিম অর্থনীতি। দ্বিতীয়ত লুণ্ঠন ভিত্তিক বর্বর অর্থনীতি, যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সম্পত্তি, পুরুষ প্রাধান্য, অবকাশভোগী শ্রেণী (leisure class) ইত্যাদির উদ্ভব হয়। তৃতীয়ত, প্রাক্ আধুনিক হস্তশিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি এবং চতুর্থত, যন্ত্র-নির্ভর আধুনিক অর্থনীতি।

ভেবলেন-এর এই বিবর্তন তত্ত্ব যদিও বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য নয় তবুও মার্ক্সবাদের সঙ্গে মিলে মিশে চলা তার প্রযুক্তি নির্ধারণ তত্ত্ব (technological determinism) আধুনিক যুগের সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে ভেবলেন-এর ধারণা দ্বান্দ্বিক। এই সমাজের আধারে বর্তমান আছে পরস্পর বিরোধী বিবিধ বিষয়। যেমন, ব্যবসা ও শিল্প, মালিকানা ও প্রযুক্তি, আর্থিক (pecuniary) বনাম শিল্প-ভিত্তিক জীবিকা, দ্রব্য উৎপাদক বনাম অর্থ উৎপাদক ও কর্ম-কুশলতা বনাম বিক্রয়ে দক্ষতা। তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক, ডারউইনবাদী দার্শনিক উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার (W.G.Summer) এর মতে, শিল্প মালিকরা যোগ্যতম। তাই আধুনিক সমাজে তাদের প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত। ভেবলেন ভিন্ন মত পোষণ করেন। বরং তিনি শিল্প মালিকদের পরজীবি'র সঙ্গে তুলনা করেছেন যেহেতু তারা অপরের প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব ও আবিষ্কারের উপর নির্ভর করেই ফুলে ফেঁপে ওঠে। এদেরকে তিনি অবকাশ-ভোগী শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। "শিল্প সম্প্রদায়ের (industrial community) উপর নির্ভর করে থাকে অবকাশ ভোগী শ্রেণী, শিল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা অবস্থান করে না।" তাঁর মতে, শিল্প মালিকরা শ্রমশীল নয় তাই বিবর্তনের প্রক্রিয়াতে তাদের কোনও প্রগতিশীল ভূমিকা নেই, বরং তারা এই প্রক্রিয়াকে বাধা দিয়েছে, বিকৃত করেছে। মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তন নির্ভর করে আছে সেই সমস্ত মানুষের উপর যাদের মনন, শিল্প-কলা ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সুচর্চিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে।

সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত এই সমস্ত ধ্যান-ধারণা ছাড়াও ভেবলেন প্রতিযোগিতা, জ্ঞান-সমাজতত্ত্ব (Sociology of knowledge), কার্য-নির্বাহী বা উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণ (functional analysis) ও সামাজিক পরিবর্তনের উপর তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

প্রথমত, প্রতিযোগিতা ঃ ভেবলেন-এর মতে, আত্ম-মর্যাদা (self esteem) অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত হয়। প্রতিযোগিতায় সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে মানুষ সর্বদাই নিজের উচ্চ অবস্থানের অথবা ক্ষমতার প্রতি তার প্রতিযোগীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। দৃষ্টি আকর্ষক ভোগ (conspicuous consumption), দৃষ্টি আকর্ষক অবকাশ, উচ্চমর্যাদার প্রমাণস্বরূপ দৃষ্টি আকর্ষক বিবিধ প্রতীকের প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষ তার প্রতিবেশীকে ছাপিয়ে যেতে চায় এবং এইভাবে নিজের আত্ম-মর্যাদা বাড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। অভিজাততন্ত্র (aristocracy) দ্বারা শাসিত যুগে, বর্বরতার যুগে শুধুমাত্র অবকাশভোগী শ্রেণীর মধ্যেই সীমিত ছিল এই প্রতিযোগিতা। কিন্তু ভেবলেন-এর মতে, আধুনিক সমাজে স্থান অপ্রতিরোধ্য এই দৃষ্টি আকর্ষণের প্রতিযোগিতা।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞান সমাজতত্ত্ব ঃ ভেবলেন-এর মতে, জ্ঞান প্রণালী আসলে জীবন প্রণালীরই প্রতিফলন। সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের জ্ঞানেরও বিবর্তন ঘটে চলেছে। প্রাচীন সমাজের অভিন্নতা জ্ঞানের জগতেও লক্ষ্য করা যেত। পরবর্তীকালে পেশার ক্ষেত্রে সমাজে যেভাবে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে, জ্ঞানের জগতেও ঠিক সেভাবেই বিভিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে।

তৃতীয়ত, কার্যনির্বাহী বিশ্লেষণ বা উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণ ঃ দৃষ্টি আকর্ষক ভোগের দৃশ্যমান বা প্রকট (manifest) উপযোগিতার তুলনায় ভেবলেন গুরুত্ব বেশী দিয়েছেন প্রচ্ছন্ন (latent) উপযোগীতার উপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মোটর গাড়ির মালিকের কাছে তার গাড়ি শুধুমাত্র তার কাজের প্রয়োজনই মেটায় না, প্রচ্ছন্নভাবে তা তার সামাজিক সম্মানও বাড়িয়ে তোলে। এমন বহু কাজ মানুষ করে থাকে যা সরাসরি অর্থাৎ, প্রকটভাবে তার উপকারই করে না, হয়ত বা কিছুটা ক্ষতিই করে কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে ঐ সমস্ত কাজ তার সামাজিক সম্মান বা মর্যাদা বৃদ্ধিতে হয়ত অনেকটাই সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক, শহুরে বঙ্গ সমাজে বহুল প্রচলিত (কিছুটা অহেতুক) বিজাতীয় (বা মিশ্র) ভাষায় কথোপকথন, ধূমপান বা মদ্যপানের

অভ্যাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। একইভাবে যথেষ্ট (পাত্রে-অপাত্রে-কুপাত্রে) দান-খয়রাতির অভ্যাসের উল্লেখও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পরিশেষে, সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভেবলেন প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকাকে মূল গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, শিল্প-কলা বা প্রযুক্তির উন্নয়নের মানই কোনও সমাজের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মানকে নির্ধারিত করে। নব প্রযুক্তির আবিষ্কার ও প্রচলনের ফলে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই অর্থাৎ নিজের থেকেই সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে না। নব-প্রযুক্তি পুরোন সমাজের অভ্যাস, প্রথা তথা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করে। পুরোন সমাজের প্রতিনিধিরা স্থিতিশীলতা (status quo) সমর্থক। নতুন প্রযুক্তি পুরোন সমাজের প্রতিনিধিদের কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করে, পরাজিত করে এবং নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করে। এই পরিবর্তন সময় সাপেক্ষ, কারণ এটি ধীর গতিতে চলে। মার্ক্সের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ভেবলেন কখনই মনে করতেন না যে, শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের চালিকাশক্তি। তাঁর মতে, নব-প্রযুক্তির অগ্রগতি ও পুরোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে তার সংঘাতই ইতিহাসকে গড়ে তোলে।

উপসংহারে সংক্ষেপে বলা যায়, সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় ভেবলেন-এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান তাঁর প্রতিযোগিতা তত্ত্ব এবং প্রচ্ছন্ন উপযোগীতাবাদ। সেই সঙ্গে উল্লেখ্য তাঁর প্রযুক্তি নির্ভর ইতিহাসের গতি নির্ধারণ তত্ত্ব ও সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের তত্ত্ব। প্রযুক্তি আমদানীর মাধ্যমে পশ্চাদপদ সমাজের দ্রুত উন্নয়নের তত্ত্ব বর্তমানে খুবই সময়োপযোগী এবং অদূর ভবিষ্যতেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ থাকবে বলেই মনে করা হয়।

অনুশীলনী ঃ ১

১) ভেবলেন বর্ণিত বিবর্তনের চারটি ধাপ কি কি?

২) অবকাশ-ভোগী শ্রেণী বলতে কি বোঝায়?

৯.৪ চার্লস হর্টন কুলে (Charls Horton Cooley)

সমাজতত্ত্ব ও সমাজমনস্তত্ত্বে চার্লস হর্টন কুলে (১৮৬৪- ১৯২৯)'র অবদান অসামান্য। প্রখ্যাত আইনজীবী থমাস এম কুলের পুত্র চার্লস হর্টন কুলে আমেরিকান সমাজতত্ত্ব বিকাশের একজন যুগান্তকারী বাক্তিত্ব হ'লেও প্রথমজীবনে তিনি ছিলেন কারিগরী বিদ্যা ও অর্থনীতির ছাত্র।

হার্বাট স্পেনসার, অগাষ্ট কোঁৎ (August Komte), লুইস হেনরি মরগান (Lewis Henry Morgan), গ্যাব্রিয়েল টার্ডে (G.Tarde), অ্যালেক্সিস্ ডি (Alexis D) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ দার্শনিকদের বিবিধ পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই তিনি সমাজতত্ত্বে প্রবেশ করেন। তৎসত্ত্বেও তিনি চার্লস ডারউইন (Charles Darwin), জেমস ব্রাইস (James Bryce), জেমস মার্ক বল্ডউইন (James Mark Boldwin) এবং উইলিয়াম জেমস্ (William James)-এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। প্রধানতঃ উইলিয়াম জেমস-এর principles of Psychology গ্রন্থটির প্রভাব তাঁর উপর ছিল সুগভীর।

সমাজতত্ত্বে কুলের অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য আমরা মূলত তাঁর নিম্নবর্ণিত তত্ত্বগুলির মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

৯.৪.১ আত্মদর্পণ (Looking glass self)

সম্ভবত কুলের সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব এই আত্মদর্পণ। কুলের মতে, আত্মবিকাশ (development of self) ঘটে মূলত অপরের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে গড়ে ওঠে আত্ম (self) । কোনও ব্যক্তির আত্মসচেতনতা আসলে তার সম্পর্কে অন্যান্য লোকের ধারণার-ই প্রতিফলন। অতএব "তুমি"/"আপনি" অথবা "সে"/"তিনি" ছাড়া "আমি"র অস্তিত্ব-ই অকল্পনীয়। আত্ম'র এই প্রতিফলক ভূমিকার কথা মাথায় রেখেই তিনি একে দর্পণ বা আয়নার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ব্যক্তির কাছে ব্যক্তি দর্পণ

আত্ম-গঠনের মূলে প্রতিফলন ব্যক্তি-ব্যক্তির দর্পণ একে অপরের প্রতিফলন

Each to each a looking glass Reflects the other that do the pass আত্মদর্পণের মাধ্যমে আত্মবিকাশের প্রক্রিয়াটি মূলতঃ তিনটি পরস্পর আত্মসম্পর্কিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে থাকে। প্রথমত, কল্পনায় অন্য ব্যক্তির কাছে আমাদের উপস্থিতি। দ্বিতীয়ত, এ সম্পর্কে সেই ব্যক্তির মতামত এবং তৃতীয়ত, উক্ত মতামত অনুযায়ী আমাদের আত্মানুভূতি (Self feeling) অর্থাৎ গর্বিত বা লজ্জিত হওয়া। আরও সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে যে, যখনই সমাজে একজন, উদাহরণস্বরূপ প্রথমা, অন্য একজনের, ধরা যাক দ্বিতীয়ার, সম্মুখীন হয় তখন দ্বিতীয়ার চোখে মুখে প্রথমার উপস্থিতির প্রতিফলন ফুটে ওঠে। প্রথমা বুঝতে পারে দ্বিতীয়া তাকে কি দৃষ্টিতে দেখছে। যদি সুনজরে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে দ্বিতীয়া তাকে দেখে তবে প্রথমা আনন্দিত হয় এবং সেই অনুযায়ী ভবিষ্যতেও সে নিজের আচার ব্যবহার, সাজপোশাক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করে-অন্যথায় প্রথমা লজ্জিত হয় ও নিজেকে অন্যভাবে গড়ে তোলে যাতে সে দ্বিতীয়ার প্রশংসা পায়। এই প্রক্রিয়া একমুখী নয় এবং দ্বিতীয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই চলমান প্রক্রিয়ায় আত্মদর্পণের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে "'আত্ম" এবং ঘটে আত্মবিকাশ। অতএব, বলা যায়, "আত্ম" বিকশিত হয় এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে, যা ব্যক্তির চৈতন্যে প্রতিফলিত হয়, ব্যক্তি মননে তার ছাপ রেখে যায়।

কুলের মতে, সমাজ এমনই বহু "আত্ম"র সমাহার। যেন আমি তোমার মন বোঝার চেষ্টা করি কল্পনায়, বিশেষত তোমার মন আমার মন সম্পর্কে কি ভাবছে এবং একই সঙ্গে আমার মন তোমার মন সম্পর্কে কি ভাবছে-সেই সম্পর্কেই বা তোমার মন কি ভাবছে। আমি আমাকে উপস্থিত করি, আমার মনকে হাজির করি তোমার মনের সামনে এবং তুমিও যে তাই করবে সেটাও আশা করি। আত্মগঠনের বা আত্ম বিকাশের এই ক্রীড়ায় (Game) যে ব্যর্থ হবে, সে সঠিক ভাবে অংশ নিতে পারবে না। সমাজ তৈরী হয় ব্যক্তিমননে বহু ব্যক্তির মিথষ্ক্রিয়া (interaction) র মাধ্যমে। অবস্থান যেমন আমার মনে তেমনই তাদের সকলের মনে, তোমার মনেও, সবার-ই মনে।

"আত্মদর্পণ"-এর এই তত্ত্ব রচনায় কুলে জেমস-এর ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। কুলে বর্ণিত "আত্ম" আসলে জেমস বর্ণিত সামাজিক আত্মরই (Social Self) একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা ; মূলগত ধারণা উভয়ের ক্ষেত্রেই এক। আত্ম গড়ে ওঠে একের মধ্যে অন্যের প্রতিফলনের মাধ্যমে।

কুলের গুরুত্ব শুধুমাত্র "আত্মদর্পণ" তত্ত্বের জন্যই যদি হ'ত তাহলে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে হয়ত তার এতটা গুরুত্ব থাকত না। প্রায় সমগুরুত্বপূর্ণ অবদান তিনি রেখে গেছেন তাঁ প্রাথমিক গোষ্ঠীতত্ত্বের মাধ্যমে।

৯.৪.২ প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group)

কুলের মতে, প্রাথমিক গোষ্ঠী বা মুখ্য গোষ্ঠী (Primary Group) ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক স্থাপনে এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তিকে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাথমিক গোষ্ঠী বলতে তিনি অন্তরঙ্গ, মুখোমুখি সম্পর্ক ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। একটা গোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন। মনস্তত্বগতভাবে এই অন্তরঙ্গতার ফলে সৃষ্টি হয় বিবিধ ব্যক্তিসত্তার মিশ্রণে গড়ে ওঠা এক বিভিন্ন "আমি"-র এক সামগ্রিকতা। এই সামগ্রিকতার-ই অপর নাম 'আমরা'। প্রাথমিক গোষ্ঠীর একতা শুধুমাত্র সহানুভূতি ও ভালবাসার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে না, এখানে এমন কি প্রতিযোগিতা মনোভাবও থাকতে পারে।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১) মুখোমুখী সম্পর্ক (Face to face relationship)

২) কোনও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির অনুপস্থিতি

৩) তুলনামূলক স্থায়িত্ব

৪) স্বল্প সদস্য সংখ্যা

৫) অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা

পারিবার, প্রতিবেশী, শিশুদের খেলাধূলার গোষ্ঠী ইত্যাদি প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ। এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলিতে সদস্যরা কখনই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা অথবা ক্ষুদ্র স্বার্থ কেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন থাকে না। সহানুভূতি ও ভালবাসার বন্ধনের প্রত্যেকে কাজ করে এই প্রাথমিক গোষ্ঠীতে। এর বিপরীতে গৌণ গোষ্ঠীতে (Secondary Group-যদিও কুলে নিজে কখনো এই ধরনের গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেন নি) সাধারণত ব্যক্তিস্বার্থই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

জীবনের আদর্শ ও সামাজিক ঐক্যের মূল আধার এই প্রাথমিক গোষ্ঠী। গোষ্ঠী স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থের আত্মসমর্পণ ঘটে প্রাথমিক গোষ্ঠীতে এবং তার ফলে ব্যক্তির লোভ, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদির বিপরীতে গড়ে ওঠে এক নৈতিক মূল্যবোধ।

আত্মদর্পণ ও প্রাথমিক গোষ্ঠীর ধারণা কুলের চিন্তাভাবনায় অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলেমিশে রয়েছে। অপরের চিন্তা ভাবনা, মূল্যবোধ ও বিচার বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেওয়া—যা কিনা একজন পরিণত পূর্ণবয়স্ক মানুষের বিশেষ গুণ এবং এই গুণ একমাত্র প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গতার মধ্যেই বিকাশ লাভ করতে পারে। অপরিণত আত্মকেন্দ্রিক মানুষ প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যেই অপরের ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রয়োজন ও পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদির প্রথম পাঠ লাভ করে। প্রাথমিক গোষ্ঠীই ব্যক্তিকে অপরের জায়গায় দাঁড় করাতে পরে। কুলের মতে প্রাথমিক গোষ্ঠীর মাধ্যমেই মানব প্রকৃতি বিকশিত হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির আলোচনায় ভেবলেন-এর পরেই উচ্চারিত হয় কুলের নাম। ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক

ইতিহাস চর্চায় কুলের নাম হয়ত সামান্যই উচ্চারিত হবে ; কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশের কোনও ইতিহাস সম্ভবত কুলের আত্মদর্পণ ও প্রাথমিক গোষ্ঠীর আলোচনাকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারবে না। তিনি সমাজতাত্ত্বিক বিকাশে কোনও নতুন ধারার জন্ম দিতে পারেন নি— একথা সত্য ; কিন্তু তিনি নানাভাবে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন - এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অনুশীলনী ঃ ২

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

কুলে আত্মকে একটি —— সঙ্গে তুলনা করেছেন।

২) প্রাথমিক গোষ্ঠীর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?

৯.৫ জর্জ হার্বার্ট মীড (George Herbert Mead) (১৮৬৩-১৯৩১)

জর্জ হার্বার্ট মীড (১৮৬৩-১৯৩১) আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। বাস্তবধর্মী (Pragmatist) এই দার্শনিক চিন্তার জগতে ঋণী ছিলেন চার্লস ডারউইন (Charles Darwin), উইলহেলম ফ্রেডরিক হেগেল, ইমানুয়েল কান্ট প্রমুখ কালোত্তীর্ণ দার্শনিকদের কাছে। একই সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক চার্লস হর্টন কুলে, জন ডিউইয়ে (John Dewey) জেমস বল্ডউইন প্রভৃতি দার্শনিকদের দ্বারা তিনি যেমন প্রভাবিত ছিলেন তাঁরাও অনুরূপভাবে প্রভাবিত ছিলেন মীড এর চিন্তার দ্বারা।

ব্যবহারবাদী (Behaviouristic) মীড এর চিন্তায় দর্শন ও সামাজিক মনস্তত্ব মিশে রয়েছে। তাঁর মতে, মানুষকে কর্মের মধ্য দিয়েই বিচার করা উচিত। গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মানুষের চলন-বলন, আচার ব্যবহারে যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, অথবা যে সাধারণ নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায়- তারই অধ্যয়ন সমাজ মনস্তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য।

নীচে সমাজতত্ত্বে মীড এর অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

৯.৫.১ কর্ম বা আচরণ বিশ্লেষণ (Analysis of the "act")

মীড সমাজকে বিবিধ সামাজিক আচরণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। শ্রম বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক দেওয়া ইত্যাদি বিষয়কে মীড "সামাজিক আচরণ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, চরিত্রগতভাবে ভিন্ন বিবিধ মানুষের মধ্যে সামাজিক সমন্বয় সম্ভব হয় ভূমিকা গ্রহণ (role taking) এর দ্বারা। নিজের আচরণকে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করার নামই "ভূমিকা গ্রহণ"। আচরণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মীড 'ভূমিকা গ্রহণ" ছাড়াও সর্বজনীন অপর (generalised other), অঙ্গভঙ্গী বা ইশারা (gesture), অর্থপূর্ণ প্রতীক (significant symbol) ইত্যাদি ধারণার অবতারণা করেছেন। আত্ম (self) তত্ত্বের আলোচনায় উপরোল্লিখিত ধারণা সমূহের বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে।

ব্যক্তির প্রতিটি কর্মই (বা আচরণই), যেমন বৃহত্তর সামাজিক কর্মের একটি অংশ বিশেষ তেমনি তা উক্ত ব্যক্তির নিজ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশও বটে। মীড এর মূল আলোচ্য বিষয় "কর্ম", আর এই কর্মের সূচনা হয়

দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণের তাগিদে। মানুষের ব্যবহারকে (behaviour) এরকম বিবিধ কর্মের সমাহার হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। কর্ম সদাবিকাশমান। সদাপরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত মানিয়ে চলার মধ্য দিয়ে কোনও কর্ম পরিণতি লাভ করে।

৯.৫.২ আত্ম তত্ত্ব (Theory of self)

মীড এর মতে, সমাজ বিনা আত্ম (self) বা কোনওরকম আত্ম সচেতনতা সম্ভব নয়। বিবিধ সামাজিক কর্মের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগের চলমান প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে সামাজিক কাঠামো। এই প্রক্রিয়ায় অঙ্গভঙ্গী বা ইশারা (gesture) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মীড প্রাণীজগতের তাৎপর্যহীন ইশারার সঙ্গে মানব জগতের সচেতন ও তাৎপর্যপূর্ণ ইশারা'র (significant gesture) মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করেন। প্রাণীজগতের ইশারা নির্ভর করে উদ্দীপকের তৎক্ষণাৎ সাড়া (response) দানের উপর। এর বিপরীতে মানুষের ক্ষেত্রে, ব্যক্তি তার নিজের চিন্তার মধ্যেই তার প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। নিজ মধ্যে অপরের উপস্থিতি-ভূমিকাগ্রহণ, অন্য ব্যক্তির কর্মের ধরন অনুযায়ী নিজ কর্মের ধরন স্থির করার প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ তাৎপর্যপূর্ণ ইশারার ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। কিন্তু সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে ইশারা যথেষ্ট নয় ; পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য ভাষা'র (language) প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম অর্থ বহনকারী কিছু মৌলিখ ইশারা বা বাচনিক ইশারাই ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়। পারস্পরিক বোধ্য বা পরস্পরের কাছে বোধ্য ইশারাকে মীড তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক (significant symbol) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভাষার মধ্যে আমরা ইশারা'র তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকে রূপান্তর ঘটতে দেখি। কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকের মধ্য দিয়ে সকলের কাছে একই অর্থ বহন করে ভাষা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ''আমি একটি বই কিনেছি'' -এই বাক্যটি বাংলা ভাষায় বলা হয়েছে। বাক্যটি যখন উচ্চারিত হয় তখন প্রকৃত পক্ষে কন্ঠ হ'তে সুনির্দিষ্ট কিছু শব্দ এক্ষেত্রে এক একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক যা বক্তা ও শ্রোতার কাছে একই অর্থ বহন করে। ফলত, বক্তা এই বাক্য'র মধ্য দিয়ে যে অর্থ পরিস্ফুট করতে চান, শ্রোতার কাছে সেই অর্থই পরিস্ফুট হয় এবং সৃষ্টি হয় ভাষার। মনুষ্যেতর প্রাণী চিন্তায় নিজেকে অন্যের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না- অর্থাৎ তারা চিন্তা করতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। তার নিজের মনের মধ্যে কোনও প্রশ্ন দেখা দিলে সেই প্রশ্নের উত্তরও সে নিজের মনের মধ্যেই খোঁজে-খুঁজে পায়। অর্থাৎ একই সঙ্গে কোনও প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করবার ক্ষমতা মানুষের আছে। নিজ প্রশ্নের উত্তর নিজ মধ্যে খুঁজে পাওয়ার এই প্রক্রিয়ায় অতএব মানুষ নিজ মধ্যেই অপরের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। সহজভাবে বলা যায়, মনুষ্য সমাজে একজন মানুষ নিজ মধ্যে অপরের ভূমিকা খুঁজে পায় (ভূমিকা গ্রহণ) যা মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে সম্ভব নয়। অপ্রতীকি মিথষ্ক্রিয়ায় (non-symbolic interaction) অন্যান্য প্রাণীদের মতো মানুষ নামক প্রাণীটিও সরাসরি সাড়া দিতে পারে। কিন্তু প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়ায় (symbolic interaction) তাৎপর্যপূর্ণ ইশারার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তারা একে অপরের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারে এবং তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী কর্মপন্থা নিরুপণ করতে পারে।

৯.৫.৩ আত্ম উদ্ভব (Genesis of Self)

শৈশব অবস্থা থেকে ভূমিকা গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঘটে আত্ম-উদ্ভব বা আত্ম'র বিকাশ। সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক ব্যবহার করা সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে খেলাধুলা'র মধ্য দিয়ে শিশু অপরের ভূমিকা গ্রহণ করতে শেখে। শিশু কখনো মায়ের ভূমিকা, দিদি, শিক্ষিকা, পরিচারিকা, স্বাস্থ্যকর্মীর ভূমিকা (মেয়েরা) অথবা বাবা'র ভূমিকা, দাদা, পরিচারক, শিক্ষক, গাড়িচালক বা পুলিশের ভূমিকা (ছেলেরা) গ্রহণ করে। এইভাবে

খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশুমনে নিজেকে অপরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারার ক্ষমতা বিকশিত হয়। তাদের ভূমিকাই শিশু গ্রহণ করে যারা তার কাছে পরিচিত (সামান্য হ'লেও) ও গুরুত্বপূর্ণ বা আকর্ষণীয়। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে অপরের ভূমিকা গ্রহণকে শিশু মনোবিকাশের প্রথম পর্যায় বলা যায়। এখনো শিশু বুঝতে পারে না যে তার সঙ্গে অপরাপর ব্যক্তির সম্পর্ক ছাড়াও ঐ সমস্ত লোকজনের (অপরাপর ব্যক্তিসমূহ) মধ্যে ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান, অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, সে নিজের বাবাকে তার মায়ের, অথবা দাদু-ঠাকুমারও বাবা বলে মনে করে। তার নিজের দাদু যেন তার ঠাকুমারও দাদু। পরবর্তী পর্যায়ে জটিল ও সংগঠিত ক্রীড়ায় (game) অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সে অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন হয়। এখন সে বুঝতে পারে যে তার সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক বা তার সঙ্গে তার বাবার সম্পর্ক অথবা বাবা ও মায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সবই আলাদা রকমের। খেলার তুলনায় ক্রীড়া অপেক্ষাকৃত জটিল ও সংগঠিত। ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে 'সর্বজনীন অপর' (generalised other) এর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। দু'জন ব্যক্তির মধ্যে একজন অন্যজনের 'অপর'। কিন্তু বহু ব্যক্তির মধ্যে একজনের 'অপর' অনেকে, নানা ব্যক্তি, যারা আবার পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এই নানা ব্যক্তি একত্রে একজন ব্যক্তির কাছে 'সর্বজনীন অপর' হিসেবে পরিগণিত হয়। শিশু মনোবিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে শিশু এই সর্বজনীন অপরের ভূমিকা অনুধাবন করতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে সমগ্র সম্প্রদায়ের (community) বা সমাজের (society) মনোভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়। এখন সে আর শিশু নয়। একজন পরিণত ব্যক্তিত্ব।

"আত্ম"-র কাঠামো বা গঠন বিশ্লেষণে মীড উইলিয়াম জেমস এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বিশেষত, জেমস প্রণীত "আমি" (I) এবং "আমাকে" (me) এর মধ্যে প্রভেদ মীডকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। অধ্যাপক মার্টিন্ডেল এর মতে আত্ম ধারণা কেবলমাত্র কিছু সামাজিক মনোভাবের সংগঠনের ফলে গড়ে ওঠে না। "আত্ম"-র মধ্যে থাকে "আমি" এবং ব্যক্তিগত এই "আমি" সামাজিক "আমাকে" সম্বন্ধে সচেতন থাকে। "আমি" কখনই আমাকে নয়। আমি কর্ম্মের নীতি। অপরাপর ব্যক্তির মনোভাবের প্রভাবে যে আত্ম গড়ে ওঠে, "আমি" তার প্রতি সাড়া দেয় বা প্রতিক্রিয়া করে। ভবিষ্যতের "আমাকে" এর স্মৃতির মধ্যে নিহিত থাকে বর্তমানের "আমি"। "আমি" ব্যক্তিগত। কিন্তু "আমাকে" সামাজিক। অপরের অস্তিত্ব বিনা "আমাকে" এর ধারণা অকল্পনীয়। সামগ্রিক অর্থে আত্ম, অতএব, দুটি বিষয় দ্বারা গঠিত। প্রথম, "আমাকে" এর মধ্যে সর্বজনীন অপরের যে স্থায়ী প্রতিফলন দেখা যায় সেই বিষয়টি ও দ্বিতীয়ত, অপ্রত্যাশিত, লাগাম ছাড়া স্বতস্ফুর্ততার প্রতীক "আমি"।

সামাজিক কর্ম (Social acts) প্রসঙ্গে মীড এর অবস্থান কিছুটা পরস্পর বিরোধী মনে হয়। একদিকে তিনি সহযোগিতামূলক কর্মকে সামাজিক কর্ম বলেছেন, অন্যদিকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতমূলক কর্মকেও সামাজিক কর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, শুধুমাত্র সহযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতাও সামাজিক কর্ম হিসেবে বিবেচিত হ'তে পারে। প্রখ্যাত জার্মান সমাজতাত্ত্বিক জর্জ সিমেলের মতো মীডও মনে করতেন যে দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতা একে অপরের পরিপূরক।

চার্লস হর্টন কুলে'র মতো মীডও "জ্ঞান সমাজতত্ত্ব" (Sociology of Knowledge) এর একজন পথপ্রদর্শক। কুলের মতোই তিনিও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতিতে সহানুভূতিমূলক অনুধাবন (sympathetic understanding) এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন- অর্থাৎ বোঝাতে চেয়েছেন যে, বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়, সামাজিক কর্ম বা অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিক বিষয়কে অনুধাবন করতে গেলে তা কর্তার (actor) দৃষ্টিভঙ্গীতে বা তার নিজস্ব অবস্থান থেকেই করা উচিত। তবে সমাজতত্ত্বে কুলের অবদানে যে আত্মবাদীতা (subjectivism) বা

আত্মজ্ঞানবাদীতা (solipsism) এর বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়, মীড এর রচনায় তা অনুপস্থিত। পরিবর্তে, মীড-এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সামাজিক বস্তুবাদীতা (social objectivism) । মীড এর মতে, সমাজ কোনও মানসিক বিষয় নয়, মানুষের বস্তুগত অভিজ্ঞতার (objective experience) উপর নির্ভর করে সমাজের অস্তিত্ব। এখানেই তিনি অপরাপর সমাজ মনস্তাত্ত্বিকদের তুলনায় স্বতন্ত্র, এখানেই সমাজতত্ত্বে তাঁর চিরস্মরণীয় সুগভীর অবদান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী ঃ ৩

১) ভূমিকা গ্রহণ কি ? উদাহরণ দিন।

.....

.....

.....

.....

২) সর্বজনীন অপর বলতে কি বোঝেন ?

.....

.....

.....

.....

৯.৬ রবার্ট এজরা পার্ক (Robert Ezra Park) (1864 - 1944)

সমাজতত্ত্বে বিখ্যাত চিকাগো ঘরাণার পুরোধা রবার্ট এজরা পার্ক (১৮৬৪-১৯৪৪) সমাজতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

সমাজতত্ত্বে পার্কের অবদান বহুমুখী, বহুধাবিভক্ত। তাঁর এই অবদান নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

৯.৬.১ সংঘবদ্ধ ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Collective Behaviour & Social Control)

সামাজিক কাঠামোর (social structure) বিশ্লেষণ অপেক্ষা পার্ক সামাজিক প্রক্রিয়ার (social process) আলোচনায় বেশী উৎসাহী ছিলেন। সমাজতত্ত্বকে পার্ক, সংঘবদ্ধ ব্যবহারের বিজ্ঞান হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) প্রক্রিয়াজাত ঐতিহ্য ও নিয়ম কানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের (মিথষ্ক্রিয়া) ফলে সৃষ্টি হয় সমাজ। সমাজের মূল বিষয়টি নিহিত থাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। পার্কের মতে, সমাজের মূল বিচার্য বিষয় হ'ল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। সর্বত্রই সমাজ এক নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ করা, সংঘবদ্ধ করা এবং তাদের উদ্যমকে নতুন দিশা দেখানোই সমাজের কাজ। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষ সমাজের অঙ্গীভূত হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ

ভাবে বসবাস করতে উদ্যোগী হয়—তার অনুসন্ধানের পদ্ধতি বা সেই প্রক্রিয়ার অধ্যয়নই সমাজতত্ত্ব।

যে পদ্ধতি বা পন্থায় সংঘবদ্ধ ব্যবহারকে সংগঠিত করা যায়, ধারণ করা যায় বা একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে তাকে চালিত করা যায় পার্ক তাকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে অভিহিত করেছেন। সমাজে বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়া, যেমন প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, বিরোধ প্রভৃতি দেখা যায়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, বিরোধকে প্রশমিত করা হয় এবং মানুষকে সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়। অবশ্য পার্ক-এর মতে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-এর মাধ্যমে কখনোই সামাজিক শৃঙ্খলাকে চিরস্থায়ী করা যায় না, যেহেতু পারস্পরিক বিরোধের নিয়ন্ত্রণ ও পারস্পরিক বিরোধের স্থায়ী অপসারণ একই বিষয় নয়। সমাজে পারস্পরিক বিরোধিতা চিরকালই ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই বিরোধকে কিছুটা প্রশমিত করা যায় মাত্র। বিরোধ প্রশমনের ক্ষেত্রে পরস্পর মানিয়ে নেওয়া বা উপযোজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯.৬.২ সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Process)

পার্ক চার ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন—প্রতিযোগিতা (competition), দ্বন্দ্ব (conflict), উপযোজন (accommodation) ও আত্মীকরণ (assimilation)।

প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব ঃ সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার এক শাশ্বত মূল রূপ হ'ল প্রতিযোগিতা। পার্ক-এর মতে প্রতিযোগিতা এক ধরনের মিথষ্ক্রিয়া যেখানে মুখোমুখি সম্পর্ক বা সংসর্গ (contact) সাধারণত অনুপস্থিত থাকে। কোনও মূল্যবান বা কাঙ্খিত বস্তুর অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে যখন একাধিক মানুষ পৃথক পৃথক ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে তখনই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ সাধারণতঃ একে অপরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে না। যখন দুই প্রতিযোগীর মনের সংযোগ ঘটে, অর্থাৎ একজনের কাছে প্রতিযোগিতার যে অর্থ তা' অন্যের কাছে পৌঁছয় এবং ফলত দু'টি মন পারস্পরিক প্রভাবিত হয়, তখনই গড়ে ওঠে সামাজিক সংসর্গ (social contact)। তখনই অসচেতন প্রতিযোগিতা পরিণত হয় সচেতন দ্বন্দ্বে এবং প্রতিযোগীরা একে অপরকে বিরোধীপক্ষ বা শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে। পার্ক এর মতে, জীবজগৎ তথা প্রাকৃতিক জগতের মতোই মানবসমাজেও প্রতিযোগিতা চিরন্তন ও সদা প্রবহমান। অন্যদিকে দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত এবং সবিরাম, অর্থাৎ কিছুটা বিচ্ছিন্ন বা সদা প্রবহমান নয়। পার্ক এরমতে, অর্থনৈতিক জগতে নিজেদের অবস্থান উন্নত করার প্রয়োজনে বা সামাজিক সম্মান অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। বাস্তুতান্ত্রিক সম্প্রদায়ে (Ecological community) একজনের অবস্থান নির্ধারণ করে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব সমাজে (society) তার অবস্থান নির্ধারণ করে।

উপযোজন ঃ দ্বন্দ্বের অবসানে ঘটে উপযোজন-এ যখন সমাজে সম্মান ও ক্ষমতা, উচ্চতর বা নিম্নতর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলি বিভিন্ন সামাজিক নিয়মকানুনের দ্বারা অন্তত সাময়িক ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও স্থিরীকৃত হয় ; দ্বন্দ্বের ভূমিকা হয়ে পড়ে প্রচ্ছন্ন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেই দ্বন্দ্বের পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে। অতএব, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মতোই উপযোজন ভঙ্গুর প্রকৃতির এবং মুহূর্তে দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হ'তে পারে. উপযোজন আসলে দ্বন্দ্বের সাময়িক, স্বল্পকালীন বিরতি। অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও সহযোগীবৃন্দ উল্লেখিত পার্ক ও তার সহযোগী সমাজতাত্ত্বিক বার্জেস-এর মতে, "উপযোজনের মাধ্যমে বিবদমান উপাদান সমূহের উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয় যার ফলে এই সংঘাত আপাত দৃষ্টিতে অদৃশ্য হয় (অবশ্য তা সুপ্ত

থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতে পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে)। উপযোজন স্থায়ী হ'তে পারে যেমন, বর্ণ ভিত্তিক সমাজে বিভিন্ন বর্ণের সহ অবস্থান ; অথবা তা অস্থায়ী হ'তে পারে, যেমন মুক্ত সমাজে (open society) বিভিন্ন শ্রেণীর সহ অবস্থান।

আত্মীকরণ ঃ Introduction to the Science of Sociology বা সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানের ভূমিকা গ্রন্থে পার্ক ও বার্জেস উপরোল্লিখিত তিনটে সামাজিক প্রক্রিয়া ছাড়াও আত্মীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, আত্মীকরণ এমন এক ধরনের মিলন প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীসমূহ, স্মৃতি অনুভব, মনোভাব ইতিহাস এমনকি জীবনের সকল অভিজ্ঞতা পরস্পর বন্টন করে নেয় এবং এইভাবে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের সামিল করে নেয় ; সৃষ্টি হয় এক সাধারণ জীবনধারা। উপযোজন এবং আত্মীকরণের মধ্যে মূল পার্থক্য হ'ল প্রথমোক্ত প্রক্রিয়াটি হঠাৎ ও চরম এবং শেষোক্তটি ধীর ও স্বাভাবিক। পার্ক-এর মতে, উপরোল্লিখিত তিনটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যথাঃ প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও উপযোজন বহু ধরনের সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে ঘটে থাকে। কিন্তু আত্মীকরণের ঘটনা বা তৎসংক্রান্ত আলোচনা তিনি সংস্কৃতির সমাজতত্ত্বর (sociology of culture) মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

৯.৬.৩ সামাজিক দূরত্ব (Social distance)

পার্ক আজীবন বিবিধ বর্ণগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব মোচনে সক্রিয় ছিলেন। সমাজতাত্ত্বিক জর্জ সিমেলের (George Simmel) কাছ থেকে পাওয়া সামাজিক দূরত্বের ধারণার সাহায্যে বিবিধ বর্ণগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের রহস্য উন্মোচনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। বিভন্ন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির মধ্যে অবস্থিত পারস্পরিক নৈকট্য বা অন্তরঙ্গতার পরিমাণকে সামাজিক দূরত্ব বলে। দু'টি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক দূরত্ব যত বেশী হয়, পারস্পরিক প্রভাবের সম্ভাবনা ততই হ্রাস পায়। পার্ক-এর মতে, জনগোষ্ঠী সচেতনতা বা শ্রেণী সচেতনতা নামক প্রত্যয়গুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক দূরত্বের বিষয়টিকেই তুলে ধরে। এই সমস্ত প্রত্যয়গুলি এমন একটি মানসিক অবস্থাকে সূচিত করে যেখানে আমরা অপরাপর সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদের সামাজিক দূরত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বাড়ীতে যে ঝি-চাকর (কাজের লোক) কাজ করে তাদের সঙ্গে ততক্ষণই গৃহকর্ত্রীর সুসম্পর্ক বজায় থাকে যতক্ষণ সেই কাজের লোক নিজের জায়গা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন, নিজের সীমানা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। অন্যথায় সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে। সর্বদাই আশা করা হয় যাতে কাজের লোক সঠিক দূরত্ব বজায় রাখে। পার্কের মতে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রবৃত্তিগত ও স্বাভাবিক প্রবণতা-ই আসলে সংস্কার বা বদ্ধমূল বিশ্বাস (prejudice)। এই অর্থে বদ্ধমূল বিশ্বাসকে পার্ক কোনরকম অস্বাভাবিক বিষয় বলে মনে করেন নি বরং এটা খুবই স্বাভাবিক এবং শাশ্বত বা চিরন্তন। বদ্ধমূল বিশ্বাসবিহীন কোন মানুষ দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে পারে না। বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। বন্ধুত্ব ছাড়া যেমন কোনও ব্যক্তির নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠতে পারে না, তেমনই শত্রুতাহীন জীবন অতিবাহিত করাও সম্ভব নয়। বদ্ধমূল বিশ্বাসের কারণেই আমার বন্ধুর গুণাবলী বিচারে আমি যেমন ঝোঁক (bias) মুক্ত নই তেমন শত্রুর গুণও আমার চোখে পড়ে না. পার্ক-এর মতে সামাজিক দূরত্ব ও বদ্ধমূল বিশ্বাসকে মনুষ্য সমাজ থেকে কখনোই মুছে ফেলা যাবে না। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেছেন যে, জাতি-গোষ্ঠীগত বদ্ধমূল বিশ্বাস এবং সামাজিক দূরত্বকেই কখনোই জাতি গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বা দ্বন্দ্বের সাথে গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না।

৯.৬.৪ সামাজিক পরিবর্তন (Social change)

সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে পার্ক তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, অতৃপ্তি ও তদ্‌জনিত সংকট ও সামাজিক অসন্তোষ। দ্বিতীয়ত, সামাজিক অসন্তোষজাত গণ আন্দোলনের পর্যায় ও তৃতীয়ত ঃ এক নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উদ্ভবের মধ্য দিয়ে উপযোজন এবং এই সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি।

সামাজিক অসন্তোষের কারণে প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনগুলি ভাঙ্গতে থাকে এবং এক সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। প্রথমদিকে এই আন্দোলন কিছুটা অসংগঠিত থাকলেও ধীরে ধীরে তা সংগঠিত হয়ে ওঠে এবং একটি স্থায়ী সাংগঠনিক রূপ পায়। পরবর্তী পর্যায়ে সংগঠিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় এক নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো—ঘটে উপযোজন। পার্ক পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে "প্রাকৃতিক ইতিহাস" natural history হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করেছেন।

৯.৬.৫ প্রাণ শৃঙ্খলা ও সামাজিক শৃঙ্খলা (The Biotic Order and the Social Order)

ডারউইনের প্রভাবে প্রভাবিত পার্ক উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সমাহারে গঠিত প্রাণশৃঙ্খলা ধারণার অবতারণা করেছেন। তিনি এই প্রাণশৃঙ্খলাকে সম্প্রদায় আখ্যা দিয়েছেন। পার্ক সম্প্রদায়ের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যর উল্লেখ করেছেন ঃ ১) একটি নির্দিষ্ট সীমাভিত্তিক সংগঠন ২) নিজ অঞ্চলে মোটামুটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকা ৩) বিভিন্ন এককের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধতা। ঐক্যবদ্ধ প্রাণ সম্প্রদায় (Biotic Community) -এর মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী এক জটিল সম্পর্কের আবর্তে আবদ্ধ। এক প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়ের প্রতিটি একক ক্ষমতা অনুযায়ী পরিবেশে যথাযোগ্য স্থান লাভ করে।

প্রাণ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিকাশের যে নিয়ম দেখা যায় তা মানব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু পার্কের মতে, প্রাণ সম্প্রদায় ও মানব সম্প্রদায় উভয়ের মধ্যেই এক ধরনের বাস্তুতান্ত্রিক শৃঙ্খলা (ecological order) পরিলক্ষিত হ'লেও মানব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষত একটি সামাজিক বা নৈতিক শৃঙ্খলাও পরিলক্ষিত হয় যা অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণ জগতে দেখা যায় না।

জীব জগতে যে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম (struggle for existence) দেখা যায়, পার্ক-এর মতে মানব সমাজের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা তার সঙ্গে তুলনীয়। উভয়ের মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই আধিপত্য নীতি (principle of dominance) পরিলক্ষিত হয়। নগরাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে মুখ্যত আধিপত্য ও গৌণত প্রতিযোগিতা দেখা যায়। নগরাঞ্চলে আগত অভিবাসীদের (immigrant) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সর্বপ্রথম (নগর বিকাশের প্রথম পর্যায়ে) তারা নগরের কেন্দ্রের কাছাকাছি বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে তারা ক্রমাগত দূরে সরে যেতে থাকে এবং অবশেষে নগরের বহিঃসীমানা বরাবর বসবাস করতে বাধ্য হয়। আর্থসামাজিক বিচারে অধিকতর বলশালী গোষ্ঠীর মানুষদের আধিপত্য বিস্তার ও পাশাপাশি তাদের সঙ্গে ও নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে। এইভাবে ক্রমাগত নগরাঞ্চল ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল আর্থসামাজিক ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর মানুষেরা শহরতলী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

৯.৬.৬ আত্ম, সামাজিক ভূমিকা ও প্রান্তিক মানুষ (Self, Social Role and Marginal Man)

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও পার্ক আত্ম ও সামাজিক ভূমিকা (The self and the social role) প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। উইলিয়াম জেমস্ ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে একই ধারায় পার্ক তাঁর আত্ম-ধারণার

ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে পার্ক-এর বিশেষ অবদান হ'ল আত্ম ধারণার সঙ্গে "সামাজিক ভূমিকা" ধারণার যোগসাধন। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন যে, ব্যক্তি (person) শব্দটির মূল অর্থ মুখোশ (Persona) । নাটক থেকে এই Persona বা মুখোশের ধারণাটি নেওয়া হয়েছে। নাটকে যেমন একই ব্যক্তি নানা মুখোশে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে থাকে সামাজিক মানুষের ক্ষেত্রেও সেই একই বক্তব্য। একই ব্যক্তি যেন বিভিন্ন সময়ে মুখোশ পরিবর্তনের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষিকা একই সঙ্গে দিদি, মা, বোন পিসী, কোনও সংস্থার সদস্যা, নেত্রী, লেখিকা ইত্যাদি বহু সামাজিক ভূমিকা পালন করেন এবং এক একটি পরিস্থিতিতে বিশেষ সামাজিক ভূমিকা পালন করেন। এই ভূমিকাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পারেন, নিজের সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে তোলেন এবং গড়ে ওঠে তাঁর "আত্ম"। সামাজিক অবস্থান-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ব্যক্তির আত্ম ধারণা। এই আত্ম ধারণা তত্ত্বের উপর নির্ভর করে পার্ক গড়ে তোলেন তাঁর ""প্রান্তিক মানুষ" (Marginal Man) সংক্রান্ত তত্ত্ব। পার্ক-এর মতে, প্রান্তিক মানুষ একই সঙ্গে দু'টি সংস্কৃতির শরিক, কিন্তু কোনটিতেই পুরোপুরি বিরাজ করেন না। তিনি সদা পরিবর্তনশীল ও উভয়বল (ambivalent)। তাঁর মধ্যে বিপরীত ধর্মী শক্তি যুগপৎ বিদ্যমান। একই সঙ্গে তিনি দুই পৃথিবীর মানুষ এবং উভয় পৃথিবীতে তিনি অচেনা, বাইরের লোক। উদাহরণস্বরূপ, কোনও শহরে বসবাসকারী সংখ্যালঘু ভিন্ন ভাষাভাষী বা ধর্ম বা সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের কথা বলা যায়। এমনকি কাজকর্মে প্রয়োজনে প্রায় স্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাসকারী বাড়ির একজন সদস্য বা প্রিয়জনের কথাও সম্ভব উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য এই প্রান্তিকতা বা তার এই প্রান্তিক অবস্থান তাকে শুধু অসুবিধার মধ্যেই ফেলে না তার মনোজগতকে অনেক বেশী প্রশস্ত করে, ঝোঁকবিহীন ও যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে তাকে গড়ে তোলে। যেহেতু সে কোনও গোষ্ঠীতেই সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করে না অতএব সে তুলনামূলক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হ'তে পারে। সিমেল ও ভেবলেন-এর মতো পার্ক-ও মনে করেন যে, প্রান্তিক মানুষ অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ও উন্নততর।

শহুরে, সুপণ্ডিত, সুদক্ষ লেখক পার্ক সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সমাজতত্ত্বে সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। ধারণাটি ঠিক নয়। তিনি কখনই সংখ্যাগত বা পরিমাণগত পরিমাপের বিরোধী ছিলেন না। প্রয়োজনমতো বিভিন্ন পদ্ধতির সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান সংগ্রহের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। যেহেতু তিনি শুধুমাত্র চিন্তার জগতে বিচরণকারী সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয় বা সরাসরি পড়াশুনার জগতের বাইরের বহু বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই কারণেই সম-সাময়িক অপরাপর সমাজতাত্ত্বিকদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি পরিমাণ মানুষের কাছে পৌছতে পেরেছেন এবং এইভাবে চিন্তার জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের মেলবন্ধন ঘটানোর মধ্য দিয়ে পার্ক সমাজতত্ত্বকে গভীরভাবে পরিপুষ্ট করেছেন-এ বিষয়ে বোধ হয় কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

অনুশীলনী ঃ ৪

১) পার্ক কি কি সামাজিক প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন ?

.....

.....

.....

.....

২) প্রাণ সম্প্রদায় ও মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করুন।

.....

.....

.....

.....

৯.৭ পিটিরিম আলেক্সান্ড্রোভিচ্ সোরোকিন (Pitirim Alexandrovich Sorokin) (1889 -1968)

বিংশ শতাব্দীর প্রথিতযশা আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক পিটিরিম এ. সোরোকিন আদতে এক দরিদ্র রাশিয়ান কৃষক পরিবারের সন্তান। তরুণ প্রগতিশীল সোরোকিন ছিলেন জার বিরোধী রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। কিন্তু রাশিয়ান বিপ্লবের রক্তাক্ত ইতিহাস তাঁকে কম্যুনিষ্ঠ বিরোধী ও রক্ষণশীল করে তোলে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন এবং আজীবন তিনি সেই পদে সম্মানের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বহু সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচয়িতা সোরোকিনের সমাজতাত্ত্বিক অবদান সংক্ষেপে বিবৃত করা কষ্ঠসাধ্য। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য চারখণ্ডে রচিত " সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিবিদ্যা" (Social and cultural Dynamics) গ্রন্থটি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে "সমাজ, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব" (Society, culture and personality), "সমসাময়িক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বাবলী"(Cotemporary Sociological Theories) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। উপরোল্লিত রচনা সমূহের মাধ্যমে সোরোকিনের সমাজতাত্ত্বিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে যে আভাস পাওয়া যায় নীচে তা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হ'ল।

৯.৭.১ সমাজতত্ত্ব (Sociology)

সোরোকিন সমাজতত্ত্বকে মূলত তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছেন। প্রথমত, বিশ্লেষণাত্মক সমাজতত্ত্ব (analytical sociology)। তাঁর "সমসাময়িক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বাবলী" গ্রন্থে তিনি সমাজতত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, সমাজতত্ত্ব এমন একটি বিষয় যা (১) বিভিন্ন শ্রেণীর বা সামাজিক বিষয়াবলীর মধ্যে বা বিবিধ সামাজিক ঘটনাবলীর মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করে, ২) বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের (যথা ঃ অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধর্মনীতি ইত্যাদি) এর মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের অনুসন্ধান করে এবং ৩) বিভিন্ন সামাজিক ও অসামাজিক (non-social) বিষয় সমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের অনুসন্ধান করে। তিনি সমাজকে বিশ্লেষকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছেন এবং সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি সামাজিক মিথষ্ক্রিয়াকে (Social Interaction) মূল একক হিসাবে দেখেছেন। তাঁর "সামাজিক ও সাংস্কতিক গতিবিদ্যা" গ্রন্থে যদিও এই বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী তিনি বজায় রেখেছেন তবুও এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক তত্ত্বাবলীর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সোরোকিন চিরাচরিত 'প্রগতি' ধারণার পরিবর্তে সমাজ পরিবর্তনের এক নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। ১৯৪৭

খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী পর্যায় থেকে তিনি এক নতুন (তৃতীয়) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন যাকে ঐক্যপন্থী (integralist) দৃষ্টিভঙ্গী বলা চলে। এই নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সমাজতাত্ত্বিক তথ্যাবলীর অনুসন্ধান তিনটি উপায়ে করা যেতে পারে ঃ ১) ইন্দ্রিয় অনুভূতি (sense perception) ও অভিজ্ঞতালব্ধ (empiric) পর্যবেক্ষণের (observation) সাহায্যে ; ২) মানুষের বিচারশক্তি (Human reason)-র যুক্তি দ্বারা ; এবং ৩) বিশ্বাস বা অতীন্দ্রিয় অতি যৌক্তিক স্বজ্ঞা (intuition) বা গুপ্ত রহস্যমূলক অভিজ্ঞতার দ্বারা। অন্যভাবে বলা যায় যে, সোরোকিন সত্যদর্শনের এমন একটি পদ্ধতির কথা বলেন যা বিজ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই কারণেই তা অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিকের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বর্জিত। বিশেষত, সমালোচকেরা সোরোকিনের তৃতীয় পন্থা- যা 'বিশ্বাস' (Faith) কে অধিকতর গুরুত্ব দেয়-কিছুতেই মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে, বিজ্ঞানে রহস্য, বিশ্বাস বা স্বজ্ঞার কোনও স্থান হ'তে পারে না।

৯.৭.২ ব্যক্তিত্ব (Personality)

তাঁর সমাজ, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব গ্রন্থে সোরোকিন ব্যক্তিত্বকে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখিয়েছেন। প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিত্বর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের আন্তঃ সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ব্যক্তি বনাম সমাজ বিতর্ককে তিনি অর্থহীন বলে মনে করেন। ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজ বা সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তি বড় -এই ধরনের ধারণায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।

সোরোকিনের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অসংখ্য আত্ম-অথবা অসংখ্য ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। কোনও ব্যক্তি যতগুলি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত, তিনি সমসংখ্যক আত্ম (self) বা ভূমিকা (Role) পালন করে থাকেন। অতএব, বলা যেতে পারে যে, সোরোকিন ব্যক্তিত্বের বহুমুখীতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর "সামাজিক সচলতা" ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে তিনি সামাজিক পরিবর্তন ও ব্যক্তিত্বের বিশৃঙ্খলা (disorganisation)-র মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একটি নির্দিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোয় সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে এটা পরিস্কার যে তিনি ব্যক্তিত্বের গঠনে সমাজ ও সংস্কৃতির গুরুত্বকে নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে এক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ও নেতৃত্বের ভূমিকায় বিষয়টিকে ও তিনি লঘু করেন নি।

৯.৭.৩ সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process) ঃ

সমাজতত্ত্বকে সোরোকিন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে অর্থপূর্ণ মিথষ্ক্রিয়ার অধ্যয়ন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয় সমূহকে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, ১) মানুষের চিন্তন (thinking), ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া (action and reaction) ২) অর্থ, মূল্য ও নিয়ম-যেগুলি ক্রিয়াকে ঘটায় বা ক্রিয়ার একটি অংশ হিসাবে বিরাজ করে। (অর্থ-meaning, মূল্য-Value, নিয়ম-norms) এবং ৩) মানুষের বাহ্যিক ব্যবহার (Overt behaviour) ও বস্তুগত বিষয়সমূহ (material phenomena) যেগুলির মধ্য দিয়ে অর্থ, মূল্য ও নিয়ম সমূহ বিষয়গত ভাব প্রকাশিত হয় ও সামাজিক হয়ে ওঠে। সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু হিসেবে সোরোকিন মানুষের ব্যবহার, সামাজিক সংগঠন, সামাজিক প্রক্রিয়া, ব্যবহারের অর্থ, মূল্য, নিয়ম ইত্যাদি বিষয়সমূহের উল্লেখ করেছেন। উপরোল্লিখিত সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ কোনও একটির অধিক গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেননি। যাবতীয় সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনি সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন।

বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক বিন্যাসে (Social system) যে মিথষ্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া দেখা যায়, সোরোকিন তার কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন ; যথা, ১) সংগঠনের অস্তিত্ব বা অনুপস্থিতি ২) সহ ভ্রাতৃত্ব (Solidarity) বা বিরোধ (atagomism) এবং ৩) ঐক্যের উপস্থিতি বা তার অভাব। তিনি সহ-ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রক্রিয়াকে দুটি আন্তঃসম্পর্কিত সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন।

৯.৭.৪ সামাজিক পরিবর্তন (Social Change) ঃ

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে সোরোকিনের অবদান সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, একাধারে গৃহীত এবং বিতর্কিত। "বিপ্লবের সমাজতত্ত্ব", "সামাজিক সচলতা", "সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিবিদ্যা" (social and cultural Dyanmics), "দুর্যোগে মানুষ ও সমাজ" (Man and society in calamity) প্রমুখ গ্রন্থাবলীতে তিনি সামাজিক স্তর-বিন্যাস, সামাজিক সচলতা বিপ্লব ও সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

"সামাজিক সচলতা" গ্রন্থে তিনি সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি ও কারণসমূহের বিশ্লেষণ পূর্বক স্তরবিন্যাসের অনিবার্যতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক সমাজেই উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ, অসাম্য ইত্যাদি বিষয় চিরস্থায়ী হিসেবে বিরাজ করে। স্তরবিন্যাসবিহীন কোনও সমাজের কথা কল্পনা করা যায় না। প্রসঙ্গত, তিনি শ্রেণীহীন তথা স্তরবিন্যাসহীন সমাজের স্বপ্নকে একটি অবাস্তব কল্পনা হিসেবে উল্লেখ করেন। ফরাসী ও রাশিয়ান বিপ্লবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর বিপ্লবের সমাজতত্ত্ব গ্রন্থে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, বিপ্লব আসলে একদিকে মানুষের যুক্তিবোধ ও অন্যদিকে অসংলগ্ন, অসামাজিক, জান্তব প্রবৃত্তির মধ্যে যে ভারসাম্য বজায় থাকে, তার ভাঙ্গন। যেহেতু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষের শুভবুদ্ধির বদলে জৈবিক অথবা জান্তব প্রবৃত্তির জয়লাভ ঘটে, অতএব বিপ্লব এক সামাজিক দুর্যোগ বিশেষ।

বহু সমালোচিত সোরোকিনের এই বিপ্লবের তত্ত্ব বর্তমানে অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিক বর্জন করেছেন.

তুলনায় অধিকতর সমাদৃত তাঁর সামাজিক সচলতার তত্ত্ব। সোরোকিন দুই ধরনের সামাজিক সচলতার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, আনুভূমিক (Horizontal) ও দ্বিতীয়ত, উলম্বী (vertical) সামাজিক সচলতা। একই স্তরে অবস্থিত কোনও একটি গোষ্ঠী থেকে অন্য কোনও গোষ্ঠীতে কোনও ব্যক্তির অবস্থান পরিবর্তনকে তিনি আনুভূতিক সচলতা বলেছেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তির শ্রেণী-অবস্থান অথবা সামাজিক অবস্থানের কোনও পরিবর্তনের ঘটনাকে বলা হয় উল্লম্বী সচলতা। এক্ষেত্রে হয় ব্যক্তির শ্রেণী-অবস্থানের উন্নতি ঘটে বা তিনি উচ্চগামী হন অথবা তার অবস্থানের অবনতি ঘটে বা তিনি নিম্নগামী হন। সোরোকিনের মতে, প্রত্যেক সমাজেই উল্লম্বী সচলতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু বিভিন্ন সমাজে এই বিষয়টি বিভিন্ন রকম গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে সোরোকিনের মুখ্য অবদান নিহিত আছে তাঁর 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিবিদ্যা' গ্রন্থটিতে। সংস্কৃতির বিশ্লেষণ ও সমাজ পরিবর্তনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি মূলত তিন ধরনের সংস্কৃতি বা তিন ধরনের মানসিকতার উল্লেখ করেন ; যথা, অনুভূতি মূলক (Sensate), ধর্মমূলক (ideational) ও ভাবমূলক (idealistic)।

অনুভূতিমূলক সাংস্কৃতিক মানসিকতা অনুযায়ী বাস্তবকে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। এই মানসিকতা মূলত অজ্ঞাবাদী (agnostic) বা নাস্তিকতা (atheistic)-র মানসিকতা। অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্বের বদলে বাস্তব জগতের মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই যাবতীয় ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা সম্ভব বলে এক্ষেত্রে মনে করা হয়। কোনও রকম পরম সত্যের অস্তিত্বে (absolute) এই ধরনের মানসিকতা বিশ্বাস করে না।

জাগতিক অথবা ভৌতিক সন্তুষ্টির প্রয়োজনে পৃথিবীর উপর বা প্রকৃতির উপর আধিপত্য বা কর্তৃত্ব কায়েম করাই এই ধরনের মানসিকতার মূল উদ্দেশ্য। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই এক্ষেত্রে ক্ষমতার উৎস।

অপরদিকে, ধর্মমূলক সাংস্কৃতিক মানসিকতা বাস্তব অবস্থাকে গুরুত্বহীন বলে মনে করে। এর উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিকতা এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনবার কোন মানসিকতা থাকে না ; বরং প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াই এই ধরনের সাংস্কৃতিক মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বাস ও গুপ্ত জ্ঞানই এক্ষেত্রে সত্যের ও ক্ষমতার উৎস।

ভাববাদী (idealistic) সাংস্কৃতিক মানসিকতা উপরোল্লিখিত দু'টি সাংস্কৃতিক মানসিকতার এক সংশ্লেষ বিশেষ। তবু কিছুটা হ'লেও এক্ষেত্রে ধর্মমূলক সাংস্কৃতিক মানসিকতার আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, বিশ্বাস বা অনুভূতির পরিবর্তে এই ভাববাদী সাংস্কৃতিক মানসিকতার পর্যায়ে যুক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সোরোকিন এই ধরনের সাংস্কৃতিক মানসিকতার পক্ষপাতী ছিলেন।

সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি নিহিত রয়েছে এই প্রতিটি মানসিকতা বা বিন্যাস (system) এর অভ্যন্তরে। অর্থাৎ, প্রতিটি বিন্যাসেরই অভ্যন্তরে রয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার এক স্বকীয় প্রবণতা। অতএব অনুভূতি মূলক সমাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে এতটাই অনুভূতিপ্রবণ বা অনুভূতি নির্ভর হয়ে পড়ে যে, তার অস্তিত্ব রক্ষাই আর সম্ভব হয় না। অর্থাৎ নিজেই নিজের ধ্বংসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। মানুষ তখন অনুভূতিমূলক মানসিকতা তথা অনুভূতি নির্ভর বিন্যাসকে বর্জন করে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ধর্মমূলক মানসিকতা বিন্যাসকে গ্রহণ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ধরনের মানসিকতাও ক্রমাগত বিকশিত হবার পথ ধরে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং সমাজ অতিরিক্ত পরিমাণ ধর্মপ্রবণ য ধর্মভিত্তিক হয়ে পড়ে। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে এই মানসিকতারও বিনাস ঘটে এবং উদ্ভব ঘটে ভাববাদী সাংস্কৃতিক মানসিকতার, ভাববাদী মানসিকতা-নির্ভর সমাজের যেখানে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাঁর এই সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বের সমর্থনে সোরোকিন গ্রীক সংস্কৃতির উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক সংস্কৃতি ছিল ধর্মমূলক। পরবর্তী ১৫০ বছর জুড়ে (এই সময়টিকে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয়) গ্রীসে ভাববাদী সাংস্কৃতিক মানসিকতা বিরাজ করে। খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ, রোমান সাম্রাজ্যের পর্যায়ে, সংস্কৃতি ছিল অনুভূতিমূলক। পরবর্তী ২০০০ বছর এক মিশ্র সাংস্কৃতিক মানসিকতার অবস্থানের পর পুনরায় দীর্ঘকালের জন্য আবির্ভাব ঘটে ধর্মমূলক পর্যায়-এর। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চতুদর্শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত (দান্তে, থমাস অ্যাকুইনাস প্রমুখ মনীষীদের সময়ে) সংস্কৃতি ছিল ভাবমূলক। পরবর্তী পর্যায়ে পুনরায় অনুভূতিমূলক পর্যায়ের আবির্ভাব ঘটে যা বর্তমানে প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছিয়েছে। সোরোকিনের মতে, বর্তমানে ধর্মমূলক পর্যায়ে পুনরাবির্ভাবের কিছু কিছু নিদর্শন পরিস্ফুট হচ্ছে।

সোরোকিন মনে করতেন যে, কোনও একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের আভ্যন্তরীন শক্তিই তার বিকাশ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে, তার বিনাশের কারণ। যদিও অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক সোরোকিনের এই সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বকে চক্রাকার তত্ত্ব (Cyclical theory) আখ্যা দিয়েছেন তবুও অধ্যাপক মার্গারেট উইলসন ভাইন (Margaret Wilson Vine) এর মতে, সোরোকিন বর্ণিত সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বকে সরল রৈখিক সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব বলা চলে। ভাইনের মতে, সোরোকিন একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সরলরৈখিক বিকাশ (একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি

থেকে ক্রমাগত বিকাশের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত) এবং তারপর ঠিক একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটার কথা বলেছেন। পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংস্কৃতি বারে বারে ধর্মমূলক ও অনুভূতিমূলক অবস্থার মধ্যে ঘড়ির দোলকের মত ওঠা নামা করে এবং মধ্যবর্তী পর্যায়ে কখনো আবির্ভাব ঘটে ভাবমূলক পর্যায়ের কখনো বা মিশ্র কোনও পর্যায়ের।

সোরোকিন শুধুমাত্র সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বই বর্ণনা করেননি, তাঁর তত্ত্বের সমর্থনে রাজনীতি, কলা, দর্শনের জগৎ থেকে বহু নির্দশনও পেশ করেছেন ; এক কথায় তাঁর এই অবদান অতুলনীয়। সমাজতত্ত্বকে সোরোকিন বহুদিক থেকে পরিপুষ্ট করেছেন। কিন্তু তবুও তিনি আজও প্রাপ্য গুরুত্ব পান নি। হয়ত এর একটি কারণ এই যে, তিনি একটু বেশীই আক্রমণাত্মক ছিলেন। হয়তো ভবিষ্যতের সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজতত্ত্বে পিটিরিম সোরোকিনের অবদানকে পুনুরাবিস্কার করবেন, সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে তাঁর প্রাপ্য গুরুত্ব স্বীকার করে নেবেন।

অনুশীলনী ঃ ৫

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) সোরোকিন ব্যক্তিত্বের——— উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

খ) সোরোকিন বিপ্লবকে একটি ——— বলে মনে করতেন।

২) সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি কি কি ?

.....

.....

.....

.....

৯.৮ সারাংশ

আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে পথিকৃৎ কয়েকজন সমাজতাত্ত্বিকের অবদান এই এককের আলোচ্য বিষয়। থর্স্টেইন ভেবলেন-এর মধ্যে অর্থনীতি ও দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও চার্লস হর্টন কুলে ও জর্জ হাবার্ট মীড মূলত তাঁদের সমাজতাত্ত্বিক অবদান রেখে গেছেন সমাজ মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট থেকে। অন্যদিকে, রবার্ট এজরা পার্ক ও পিটিরিম সোরোকিন ছিলেন মুখ্যত সমাজতাত্ত্বিক।

ভেবলেনের প্রসিদ্ধি অর্থনৈতিক ব্যবহারের বিশ্লেষণে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে গুরুত্বপ্রদানের কারণে। মার্ক্সীয় ভাবধারায় প্রভাবিত ভেবলেন মানুষকে একটি কর্মপ্রিয় প্রাণী হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন। একই সঙ্গে ডারউইনীয় ও স্পেন্সারীয় ভাবধারার প্রভাবে তিনি নিজেকে বিবর্তনবাদী দার্শনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবকাশভোগী শ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত এই সকল আলোচনার পাশাপাশি বর্তমান এককে প্রতিযোগিতা, জ্ঞান সমাজতত্ত্ব ও উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজতত্ত্বে কুলের খ্যাতি আত্মদর্পন ও প্রাথমিক গোষ্ঠী বিষয়ে তাঁর অবদানের কারণে। তাঁর মতে, আত্ম প্রতিফলকের ভূমিকা পালন করে। কোনও ব্যক্তির আত্মস্থ হয় বহু ব্যক্তির মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। আতমগঠনে প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভূমিকা অনন্য। আত্মদর্পণ ও প্রাথমিক গোষ্ঠীর ধারণা কুলের (cooley) চিন্তা-ভাবনায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। বর্তমান এককে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ মীডও সমাজতত্ত্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁর আত্ম তত্ত্বের মাধ্যমে। তিনি সমাজকে বিবিধ আচরণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দেখিয়েছেন। আচরণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মীড ভূ মিকা গ্রহণ, অঙ্গভঙ্গী, সর্বজনীন অপর, ইশারা, অর্থপূর্ণ প্রতীক ইত্যাদি ধারণার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিখ্যাত হয়েছেন। কুলের মতো তিনিও জ্ঞান সমাজতত্ত্ব, সহানুভূতিমূলক অনুধাবন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এ সংক্রান্ত আলোচনা এই এককে আছে।

বিখ্যাত চিকাগো ঘরানার পুরোধা রবার্ট পার্ক-এর অবদান সমাজতত্ত্বে যুগান্তকারী। বর্তমান এককে তাঁর সংঘবদ্ধ ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক দূরত্ব, সামাজিক পরিবর্তন, প্রাণ-শৃঙ্খলা ও সামাজিক শৃঙ্খলা এবং আত্ম, সামাজিক ভূমিকা ও প্রান্তিক মানুষ সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিয়ে চর্চা করা হয়েছে। তিনি শুধুমাত্র চিন্তাবিদই ছিলেন না, এক সক্রিয় কর্মীর ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি আধুনিক সমাজের বহু সমস্যা সমাধানেও উদ্যোগীর ভূমিকা পালন করেছেন।

বর্তমান এককে আলোচিত অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকদের সঙ্গে পিটিরিম সোরোকিন-এর মূল প্রভেদ হ'ল এই যে তিনি আমেরিকান সমাজতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত তাঁর মতামতের পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের বিষয়ে তাঁর মৌলিক অবদানের কারণে তিনি সর্বজনবিদিত। অনুভূতিমূলক, ধর্মমূলক ও ভাবমূলক পর্যায়ের চক্রাকার আবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের চাকা সতত ঘূর্ণায়মান বলে তিনি মনে করতেন। সুবিখ্যাত সামাজিক পরিবর্তন-এর তত্ত্ব ছাড়াও ব্যক্তিত্ব, সামাজিক প্রক্রিয়া, বিপ্লব ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁর অবদান সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান এককে।

স্বল্প পরিসরে আমেরিকান সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করতে পারে এই এককটি।

৯.৯ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ

(১) "বিবর্তনবাদী ও সমাজতাত্ত্বিক যুক্তিবোধের আলোকে ধ্রুপদী অর্থনীতির সমালোচনার মধ্য দিয়ে ভেবলেন-এর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে"ঃ ব্যাখ্যা করুন।

(২) কুলে'র আত্মদর্পণ তত্ত্বটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

(৩) মীড-এর আত্ম-উদ্ভব তত্ত্বটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

(৪) সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে পার্ক-এর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করুন।

(৫) সোরোকিন-এর মতে সামাজিক পরিবর্তনের মুখ্য স্তরগুলি কি কি? সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

(১) সামাজিক প্রক্রিয়ার কি কি বৈশিষ্ট্যের কথা সোরোকিন উল্লেখ করেছেন ?

(২) সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে পার্ক এর বক্তব্য কি ? উল্লেখ করুন।

(৩) আচরণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মীড কি কি ধারণার অবতারণা করেছেন ?

(৪) কুলের চিন্তাভাবনায় আত্মদর্পণ ও প্রাথমিক গোষ্ঠী কিভাবে মিলেমিশে রয়েছে ?

(৫) দৃষ্টি আকর্ষক ভোগ কি ?

বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) ভেবেলেন-এর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের অভিযোজন কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় ?

(২) ব্যক্তি-ব্যক্তির দর্পণ একে অপরের প্রতিফলন ঃ কার উক্তি ?

(৩) প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়া সম্ভব——— (প্রাণী জগতে বা মানব জগতে)

(৪) 'প্রান্তিক মানুষ' ধারণাটি কার অবদান ?

(৫) 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিবিদ্যা' বইটি (Social and cultural Dynamics) —— কার রচনা ?

৯.১০ উত্তরমালা

অনুশীলনী ঃ ১

(১) প্রথমত, নব্যপ্রস্তর যুগের শান্তিপূর্ণ আদিম অর্থনীতি ; দ্বিতীয়ত, লুন্ঠনভিত্তিক বর্বর অর্থনীতি ; তৃতীয়ত, প্রাক্-আধুনিক হস্তশিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি এবং চতুর্থত, যন্ত্রনির্ভর আধুনিক অর্থনীতি।

(২) ভেবলেন-এর মতে, শিল্পমালিকরা শিল্প সম্প্রদায়ের বাইরে অবস্থান করে। তারা শ্রমশীল নয়, শিল্প সম্প্রদায়ের শ্রমশীল মানুষদের শ্রমের উপর নির্ভর করে থাকা এই সমস্ত শিল্প মালিকদের শ্রেণীকে অবকাশ ভোগী শ্রেণী বলে।

অনুশীলনী ঃ ২

(১) দর্পণের।

(২) প্রাথমিক গোষ্ঠীর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। মুখোমুখী সম্পর্ক ; ২। কোনও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির অনুপস্থিতি। ৩। তুলনামূলক স্থায়িত্ব ; ৪। স্বল্প সদস্যসংখ্যা এবং ৫। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা।

অনুশীলনী ঃ ৩

(১) নিজেকে অপরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করাই ভূমিকা গ্রহণ, নিজের আচরণকে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার

করাই ভূমিকাগ্রহণ। উদাহরণস্বরূপ, শিশু মা, দিদি, পরিচারিকা (কন্যা সন্তান) অথবা বাবা, দাদা, পারিচারক, গাড়িচালক বা পুলিশের ভূমিকা (পুত্র সন্তান) গ্রহণ করে।

(২) বহু ব্যক্তির মধ্যে একজনের 'অপর' অনেকে, নানা ব্যক্তি, যারা আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই নানা ব্যক্তি একত্রে একজন ব্যক্তির কাছে 'সর্বজনীন অপর' হিসেবে পরিগণিত হয়। শিশু মনোবিকাশে সর্বজনীন অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অনুশীলনী ঃ ৪

(১) প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, উপযোজন ও আত্মীকরণ।

(২) পার্কের মতে, প্রাণী সম্প্রদায় ও মানব সম্প্রদায় উভয়ের মধ্যেই এক ধরনের বাস্তুতান্ত্রিক শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হ'লে ও মানব সম্পদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষত একটি সামাজিক বা নৈতিক শৃঙ্খলা ও পরিলক্ষিত হয় যা অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে দেখা যায় না।

অনুশীলনী ঃ ৫

(১) ক) বহুমুখীতার, খ) সামাজিক দুর্যোগ।

(২) অনুভূতিমূলক পর্যায়, ধর্মমূলক পর্যায় ও ভাবমূলক পর্যায়।

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ

(১) ৯.৩.১ এর প্রথম ৫টি অনুচ্ছেদ দেখুন।

(২) ৯.৪.১ দেখুন।

(৩) ৯.৫.৩ দেখুন।

(৪) ৯.৬.২ দেখুন।

(৫) ৯.৭.৪ দেখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

(১) সোরোকিন সামাজিক প্রক্রিয়ার তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, যথা-ক) সংগঠনের অস্তিত্ব বা অনুপস্থিতি, খ) সহভ্রাতৃত্ব, গ) ঐক্যের উপস্থিতি বা তার অভাব।

(২) পার্ক তাঁর "আত্মধারণা" তত্ত্বের সাথে "সামাজিক ভূমিকা" ধারণার যোগসাধন করেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি শব্দটির মূল অর্থ মুখোশ। একই ব্যক্তি যেন মুখোশ পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ভূমিকা পালন করেন। এই ভূমিকাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পারেন, নিজের সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলেন ও গড়ে ওঠে তাঁর আত্ম।

(৩) ভূমিকাগ্রহণ, সর্বজনীন অপর, অঙ্গভঙ্গী বা ইশারা, অর্থপূর্ণ প্রতীক ইত্যাদি।

(৪) অপরের চিন্তা ভাবনা, মূল্যবোধ ও বিচার বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেওয়া একমাত্র প্রাথমিক গোষ্ঠীর

অঙ্গরঙ্গতার মধ্যেই সর্বোত্তমরূপে সম্ভবপর হয়। অপরিণত, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যেই অপরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রয়োজন ও পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদির প্রথম পাঠ লাভ করে। প্রাথমিক গোষ্ঠীই একজন ব্যক্তিকে অপরের জায়গায় দাঁড় করাতে শেখায়, আত্মদর্পণের মধ্য দিয়ে আত্ম প্রক্রিয়া মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কুলের চিন্তাভাবনায় অতএব আত্মদর্পণ ও প্রাথমিক গোষ্ঠী ওতোপ্রোতভাবে মিলেমিশে রয়েছে-এ কথা সুনিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

(৫) অবকাশ ভোগী শ্রেণীর মানুষেরা নিজেদের উচ্চ-মর্যাদা সম্পন্ন সামাজিক অবস্থানের বড়াই করবার প্রয়োজনে লোক দেখানো ভোগ-বিলাসময় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগবিলাসের পাশাপাশি অপচয়ও ঘটে প্রচুর। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে এই জাঁকধর্মী ভোগকেই ভেবলেন তাঁর বিখ্যাত " অবকাশভোগী শ্রেণীর তত্ত্ব" গ্রন্থের দৃষ্টি আকর্ষক ভোগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) শিল্পবিদ্যা বা শিল্পকলার দ্বারা।

(২) চার্লস হর্টন কুলে'র।

(৩) মানব জগতে।

(৪) রবার্ট এজরা পার্ক।

(৫) পিটিরিম অ্যালেক্সান্ড্রোভিচ্ সোরোকিন-এর রচনা।

৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Coser, Lewis A : Masters of Sociological Thought : Ideas in Historical and Sociological Thought, Jaipur, Rawat Publications. 1996.

২। Ritzer, George : Classical Sociological Theory, New York, The Megraw-Hill Companies, Inc., 1996

৩। International Encyclopedia of Social Science, Vol. 16 (Veblen), Vol.3 (Cooley), Vol;10 (Mead), Vol.11 (Park) and Vol. 15 (Srokin), 1968.

৪। Martindale, Don : The Nature and Types of Sociological Theory, London, Routledge and Kegan Paul, 1964.

৫। Giddens, Anthony : Sociology (3rd ed.), Cambridge Polity Press. 1998.

একক ১০ ❐ মহাদেশীয় (ইউরোপীয়) সমাজতাত্ত্বিকদের অবদান

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ গীতানো মস্কা

১০.৩.১ সামাজিক বল

১০.৩.২ শাসক শ্রেণীর তত্ত্ব

১০.৪ রবার্ট মিশেল্‌স্‌

১০.৪.১ রাজনৈতিক সংগঠন

১০.৫ কার্ল ম্যানহাইম

১০.৫.১ জ্ঞান সমাজতত্ত্ব

১০.৫.২ মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প বা স্বপ্নরাষ্ট্র

১০.৫.৩ আধুনিক সমাজে পরিকল্পনা ও সামাজিক পুনগর্ঠন

১০.৬ উইলিয়াম আইজ্যাক থমাস

১০.৬.১ সামাজিক ব্যবহার

১০.৬.২ সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও সমাজ পরিবর্তন

১০.৭ ফ্লোরিয়ান জ্ঞানেইস্কি

১০.৭.১ ইউরোপ ও আমেরিকায় পোল্যান্ডীয় চাষী

১০.৭.২ সামাজিক সংগঠন

১০.৭.৩ সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি

১০.৭.৪ সমাজতত্ত্ব

১০.৮ সারাংশ

১০.৯ অনুশীলনী

১০.১০ উত্তরমালা

১০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে মহাদেশীয় (ইউরোপীয়) সমাজতাত্ত্বিকদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন ও তাঁদের অবদান বর্ণনা/ ব্যাখ্যা করতে পারবেন। আরও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বলা

যায় যে, এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- গীতানো মস্কা'র সামাজিক বল ও শাসক শ্রেণীর তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল তত্ত্বগুলির উপযোগীতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে রবার্ট মিশেলস্-এর মতামত বর্ণনা করতে পারবেন।
- কার্ল ম্যানহাইমের জ্ঞান সমাজতত্ত্ব, মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প বা স্বপ্নরাষ্ট্র ও আধুনিক সমাজে সামাজিক পরিকল্পনা ও সামাজিক পুনর্গঠনের ব্যাখ্যা করতে পারবেন ও বর্তমান সমাজে পরিকল্পনা ও পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যানহাইমের তত্ত্বের সফল প্রয়োগ করবার চেষ্টা করতে পারেবন।
- উইলিয়াম আইজ্যাক থমাসের সামাজিক ব্যবহার এবং সামাজিক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে পোল্যান্ডের কৃষকদের জীবন যাত্রার সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি ফ্লোরিয়ান জ্ঞানেইস্কির সামাজিক সংগঠন, সমাজতাত্তিক পদ্ধতি ও সমাজতত্ত্ব-এর ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১০.২ প্রস্তাবনা

ইউরোপীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে প্রথিতযশা কয়েকজন চিন্তাবিদ-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে এই এককে আলোচনা করা হবে। সর্বাগ্রে আমরা মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গীতানো মস্কার সমাজতাত্ত্বিক অবদান নিয়ে আলোচনা করবো। মস্কার খ্যাতি তাঁর শাসক শ্রেণী তত্ত্বের কারণে। সংগঠিত, সংখ্যালঘু শাসক সম্প্রদায় কিভাবে অসংগঠিত সংখ্যাগুরু জনসমষ্টির উপর তাদের কতৃত্ব কায়েম করে-মস্কার মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল সেইটিই। তাঁর মতে, শাসন ব্যবস্থা যে কোনও ধরনের হোক না কেন-একনায়কতন্ত্র বা গণতন্ত্র-সেই ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণীর উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী।

রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে বিরাজমান গোষ্ঠীতন্ত্রের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে গেছেন গীতানো মস্কার সুযোগ্য উত্তরসূরী অপর এক দিকপাল ইতালীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট মিশেলস্। রাজনৈতিক সংগঠনে নেতৃত্বের প্রকৃতি, নেতা ও অনুগামীর মধ্যে সম্পর্ক, দলীয় মতাদর্শ ও কর্মপন্থা প্রমুখ প্রতিটি ক্ষেত্রেই গোষ্ঠীতান্ত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান এককে এই সমস্ত বিষয়াবলীর পাশাপাশি গোষ্ঠীতন্ত্রের বৈশিষ্ট সমূহের ব্যাপারে মিশেল্স্ এর মতাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

এই এককের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে প্রখ্যাত আধুনিক প্রজন্মের সমাজতাত্ত্বিক কার্ল ম্যানহাইমের অবদান। মূলতঃ তিনি বিখ্যাত তাঁর জ্ঞান সমাজতত্ত্ব এবং মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প তত্ত্বের জন্য। তাঁর মতাদর্শ তত্ত্বটি মার্ক্সীয় দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হ'লেও স্বপ্নকল্প তত্ত্বটির মধ্যে তাঁর মৌলিকতা লক্ষণীয়। সমসাময়িক সমাজে ম্যানহাইম স্বপ্নকল্পের অপমৃত্যু লক্ষ্য করেছেন, গভীর বেদনার সাথে, কেন স্বপ্নকল্প শেষ হয়ে যায়? এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হবে বর্তমান এককে।

সমাজতাত্ত্বিক উইলিয়াম আইজ্যাক থমাস জন্মসূত্রে আমেরিকান হ'লেও পোল্যান্ডের সমাজতাত্ত্বিক ফ্লোরিয়ান জ্ঞ্যানেইস্কির সাথে যৌথ ভাবে লিখিত পোলিশ পেজ্যান্ট গ্রন্থটির জন্যই ইউরোপীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার

বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম হিসেবে বিবেচিত হন। পোলিশ পেজ্যান্ট ছাড়াও তিনি সাংস্কৃতিক ও সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান তত্ত্ব প্রণয়ন করে গেছেন। বর্তমান এককে আমরা এ সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করবো।

পোল্যান্ডীর সমাজতত্ত্বের পথিকৃৎ ফ্লোরিয়ান জ্ঞ্যানেইস্কির অবদান আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়। থমাসের সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত 'পোলিশ পেজ্যান্ট ইন ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকা' গ্রন্থটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বিষয়বস্তুর সারল্যের আড়ালে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতীয়মান সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতির নতুনত্ব। দৃষ্টিবাদী গবেষণায় ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, আত্মজীবনী, রোজনামচা ইত্যাদির ব্যবহার গ্রন্থটিকে তার স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এক্ষেত্রে জ্ঞানেইস্কির অবদান অপরিসীম। পাশাপাশি এই এককে আলোচনা করা হবে সামাজিক সংগঠন, সমাজতত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞ্যানেইস্কির গুরুত্বপূর্ণ অবদান সমূহ ।

১০.৩ গীতানো মস্কা (Gaetano Mosca) (১৮৫৮ - ১৯৪১)

ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গীতানো মস্কা (১৮৫৮-১৯৪১) সিসিলি অঞ্চলের পালেরমোতে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময় সিসিলি ছিল ইতালীর সর্বাধিক অনুন্নত অঞ্চলগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। মস্কার চিন্তাভাবনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ সিসিলিয় পরিবেশের প্রভাব কতটা গভীর ছিল তা নিরূপন করা খুবই কষ্টসাধ্য। তবে ইতালীর মার্ক্সবাদী দার্শনিক অ্যান্টোনিও গ্রামশি (Antonion Gramschi) ও আমেরিকান ঐতিহাসিক উইলিয়াম সলোমন এর Willam soloman) মতে, সিসিলিয় পশ্চাৎপদ পরিবেশই হয়তো সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি যুবক মস্কার যাবতীয় বিরোধ অথবা বিরুদ্ধ ভাবনার মূল কারণ।

মস্কার মতে, অধিবিদ্যক (wetaphsical) বিমূর্ততার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিষ্ঠাই রাজনৈতিক আচরণের যাবতীয় দোষ ত্রুটি দূর করতে পারে। তাঁর এই মত খুব স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের (positivist philosophy) প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। যদিও একই সঙ্গে তিনি সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও পরীক্ষণ পদ্ধতির (experimental method) প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন।

মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মস্কা সমাজতত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছেন। সমাজতত্ত্বে তাঁর অবদান নীচে আলোচনা করা হ'ল।

১০.৩.১ সামাজিক বল (Social Force)

সামাজিক গুরুত্ব আছে এমন যে কোনও বস্তু অথবা মনুষ্য কর্ম বা সক্রিয়তাকে সামাজিক বল বলা চলে। কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তখনই শাসক হয়ে উঠতে পারে যখন সে বিবিধ সামাজিক বলকে নিজ স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। মস্কার মতে, শাসক শ্রেণীর (ruling class) ক্ষমতা নির্ভর করে সামাজিক বল সমূহের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে। (সামাজিক বল সমূহের উদাহরণ ঃ অর্থ, জমি, সামরিক শক্তি, ধর্ম, শিক্ষা, কায়িক শ্রম বিজ্ঞান ইত্যাদি)। কোনও শাসকশ্রেণী বা সরকারের বা রাজত্বের আভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব, সাফল্য বা প্রগতিশীলতা নির্ভর করে নিয়মিত সামাজিক বল সৃষ্টির মাধ্যমে। সামাজিক বলসমূহের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে যে কেন মস্কাকে আমরা সমাজতাত্ত্বিক না বলে একজন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে স্মরণ করি? উত্তর খুবই সহজ। মস্কা সর্বদাই সমারে রাজনৈতিক দিকটি নিয়ে চিন্তির ছিলেন-অতএব তিনি মূলত একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

যাই হোক, মস্কার মতে, বিভিন্ন সামাজিক বলসমূহের মধ্যে সামরিক শক্তি অন্যতম। মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র বিগত কয়েক শতাব্দীকালব্যাপী অসামরিক প্রশাসনকে সামরিক শক্তি উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেখা যাচ্ছে। বরং সামরিক অত্যাচারী (military tyranny) শাসনই মানব সমাজের ক্ষেত্রে চিরন্তন। নিরস্ত্রীকরণের যে স্বপ্ন উদারনৈতিক দার্শনিকেরা দেখেন, মস্কার কাছে তা নিরর্থক, অনৈতিহাসিক। অস্ত্র-সজ্জিত সেনাবাহিনী আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য।

১০.৩.২ শাসক শ্রেণীর তত্ত্ব (Theory of the Ruling Class)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ইতালীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান মস্কার 'The Ruling Class', (১৮৯৬) গ্রন্থটির আবির্ভাবের সমসাময়িক। প্যারেটো (V. Pareto) Elite (এলিট-বাছাই করা বা সেরা অংশ) বলতে যা বুঝিয়েছেন মস্কার ভাষায় তাই রাজনৈতিক শ্রেণী (political class) বা শাসক শ্রেণী (Ruling Class)। প্যারেটোর মতো তিনিও সকল প্রকার সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনসমষ্টিকে "শাসক" ও "শাসিত" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। শাসকশ্রেণীর সদস্যরা সংখ্যায় কম কিন্তু তারা সংগঠিত। এই সংগঠিত সংখ্যালঘু শাসক সম্প্রদায় অসংগঠিত সংখ্যাগুরু জনসমাজের উপর তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করে। শাসক শ্রেণীর কতিপয় গুণাবলী যথা, বিত্ত, শিক্ষা, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা (বিবিধ সামাজিক বল সমূহ) ইত্যাদি জনসাধারণের উপর তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, শাসক শ্রেণী কেবল ছল-চাতুরী বা বল প্রয়োগ দ্বারাই শাসন করেন না ; তারা এক রাজনৈতিক সূত্র (political formula) প্রবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের শাসন ক্ষমতার যৌক্তিকতা বা বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, শাসক শ্রেণী শাসিত জনগণের মধ্যে এই শ্বিাস সৃষ্টি করে যে, তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নৈতিক ও বিধিসম্মত বা আইনসিদ্ধ। শাসক বা রাজনৈতিক শ্রেণীর ক্ষমতার নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি প্রদানের নীতিকেই মস্কা রাজনৈতিক সূত্র নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, সভ্যতা বা সমাজভেদে এই রাজনৈতিক সূত্র বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে ; যেমন ধর্মীয় সমাজগুলিতে ধর্মগুরুদের শাসন ক্ষমতার ভিত্তি হ'ল জনসমষ্টির ধর্মীয় বিশ্বাস। উন্নত, আধুনিক সমাজগুলিতে শাসনশ্রেণীর ক্ষমতার ভিত্তি হ'তে পারে আইন ও যৌক্তিক ধারণা। যাইহোক, 'রাজনৈতিক সূত্র' প্রবর্তনের মাধ্যমে শাসকশ্রেণী চিরকাল শাসনক্ষমতা অধিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করে।

মস্কার মতে, কি একনায়কতন্ত্র বা গণতন্ত্র কোনক্ষেত্রেই শাসকশ্রেণীর অনুপস্থিতিতে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আধিপত্য বিস্তারে শাসক শ্রেণী মতাদর্শ (ideology)—র তুলনায় সামাজিক বলের দ্বারাই অধিকতর বলীয়ান থাকে। বিভিন্ন সামাজিক বলের মধ্যে আবার সম্পদ বা অর্থবলই শাসকশ্রেণীতে অংশগ্রহণের ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। বিষয়টি প্রাচীন গ্রীসের গোষ্ঠী-শাসন (oligarchy) বা বর্তমান পুঁজিবাদী শাসন উভয়ক্ষেত্রেই সমান সত্য। আবার সামাজিক বিশৃঙ্খলার সময় সামরিক শৌর্যই শাসকশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তির মূল নিরিখ। একইরকমভাবে জ্ঞানও শাসক শ্রেণীর কাছে কোনও কোনও সময় একটি বিশেষ সামাজিক বল-এর ভূমিকা পালন করে।

মস্কার রাজনৈতিক সূত্রের নিরিখে ইতিহাসের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব। রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে ঐকমত্য বা বৈধতার প্রয়োজনেও রাজনৈতিক সূত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মস্কার মতে, সমাজে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি ভিন্ন প্রবণতা সর্বদাই বিরাজমান। প্রথমত, অভিজাততান্ত্রিক প্রবণতা এবং দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক প্রবণতা। অভিজাততান্ত্রিক প্রবণতার ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান বা শাসক শ্রেণীর মধ্যে বংশানুক্রমিক ধারায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখবার একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে গণতান্ত্রিক প্রবণতার ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীতে শাসিত জনগণের মধ্যে থেকে নব নব সদস্যের অন্তর্ভুক্তির একটি ঝোঁক কাজ করে। এই দুই প্রবণতার পাশাপাশি একই রকমভাবে পরস্পর বিরোধী দু'টি মূলনীতি সমাজে বিরাজমান। প্রথমত, স্বৈরতান্ত্রিক (autocratic) নীতি যেখানে কর্তৃত্ব নিম্নগামী এবং দ্বিতীয়ত, উদারনৈতিক নীতি ; কর্তৃত্ব যেখানে উর্দ্ধগামী (গণতন্ত্রে যেমন নীচুতলার মানুষের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে উচ্চতর নেতৃত্বের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব)। তবে এই দু'টি স্বাধীন নীতি পরস্পর বিরোধী হ'লেও এদের সহাবস্থানও লক্ষ্য করা যায়।

শাসক শ্রেণী তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল খোদ শাসক শ্রেণীর মধ্যেই দু'টি ভিন্নস্তরের অস্তিত্ব সম্পর্কে মস্কার মতামত। তাঁর মতে, প্রথম (উচ্চতর) স্তরে বিরাজ করে খোদ সরকার এবং দ্বিতীয় (নিম্নতর) স্তরে অন্যান্য বিবিধ রাজনৈতিক ক্ষমতাসমূহ। এই তত্ত্বের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল বিচার সংক্রান্ত প্রতিরোধ (juridical defence)- এর ধারণা। যখন বিভিন্ন সামাজিক বল সমূহ একটি ভারসাম্যের অবস্থায় বিরাজ করে (যা মস্কার মতে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর) তখনই রাষ্ট্রের এই বিচার সংক্রান্ত প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়। সামাজিক বলসমুহের আগ্রাসী মনোভাবকে অথবা যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ সামাজিক বলসমূহের ধারক তাদের আগ্রাসী মনোভাবেক রুখে দেওয়ার জন্য এই বিচার সংক্রান্ত প্রতিরোধ খুবই প্রয়োজনীয়। মানুষের অভ্যাস, প্রথা, নীতিবোধ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সংবিধান একত্রে এই বিচার-সংক্রান্ত প্রতিরোধকে গড়ে তোলে। মস্কার মতে, শাসক শ্রেণী সমূহের মান নির্ধারণ করা যেতে পারে তারা কি পরিমাণ ও কি ধরনের সামাজিক বলসমূহের ভারসাম্যকে সূচিত করছে-সেই বিষয়টির দ্বারা অনুরূপ শাসক শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত সরকারসমূহের মান নির্ধারণ করা যায় তাদের বিচার-সংক্রান্ত প্রতিরোধের মান এর সাহায্যে।

মস্কা সংসদীয় ব্যবস্থাকে (parliamentary system) প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার (representative government) ব্যবস্থার একটি অবক্ষয়ী রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থাতেই সর্বোচ্চ মানের বিচার-সংক্রান্ত প্রতিরোধ-এর প্রকাশ ঘটে।

মস্কার শাসকশ্রেণীর তত্ত্বটি নানাভাবে সমালোচিত হয়ে আসছে। প্রথমত, তাঁর 'শাসক শ্রেণী'র ধারণাটি অত্যধিক পরিমাণে নমনীয়। শাসক শ্রেণী বলতে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সম্পত্তির মালিক, রাজনৈতিক কর্মকর্তা political personnel) বুদ্ধিজীবী, সরকারী আমলা ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের বোঝাতে চেয়েছেন দ্বিতীয়ত, শাসক শ্রেণী ও রাজনৈতিক শ্রেণীকে তিনি সমার্থক মনে করেছেন। কিন্তু এ দু'টি সমার্থক নাও হতে পারে। তৃতীয়ত, সি রাইট মিলস, মস্কার 'শাসক শ্রেণী' ধারণাটিকে সন্তোষজনক মনে করেন নি। মিলস এর মতে, শ্রেণী (class) হচ্ছে একটি অর্থনৈতিক শব্দ এবং শাসন (rule) হচ্ছে একটি রাজনৈতিক শব্দ। কাজেই শাসক শ্রেণী ধারণাটির মধ্যে অর্থনৈতিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক শাসন জাতীয় বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়।

১৮৯৬খ্রীষ্টাব্দে যখন মস্কার প্রথম বই The Ruling Class বইটি প্রকাশিত হয় তখন এই শাসক শ্রেণী ধারণাটি তেমন কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি-ইতিহাসের ব্যাখ্যা হিসেবেও নয় বা রাজনীতির আলোচনার একটি নতুন দিক হিসেবেও নয়। পরবর্তীকালে ভিলফ্রেডো প্যারেটোর লেখার মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণী জাতীয় সংখ্যালঘু শাসকদের বিষয়টি সর্বজনবিদিত হয়ে ওঠে। অপরদিকে সংসদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মস্কার সুগভীর সমালোচনা মস্কার তত্ত্বকেই সর্বব্যাপী সমালোচনার মুখে ঠেলে দেয়। যদিও মস্কাকে একজন

উদারনৈতিক চিন্তাবিদ বলা হয় তবুও তাঁর সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি চরম বিরোধিতা তাঁকে এক উদারনীতি বিরোধী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সার্বিক বিচারে মস্কা ছিলেন একজন মধ্যপন্থী, উদারনৈতিক অথচ রক্ষণশীল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যিনি একই সঙ্গে সামাজিক সংস্কারের ধীর প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবীতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। এই সমাজে বুর্জোয়া গোষ্ঠীর অন্তর্গত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ আধিপত্য বিস্তার করবে ও এই সমাজ নৈতিকতার নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

অনুশীলনী ঃ ১

১) মস্কার মতে শাসক শ্রেণী কি?

.....

.....

.....

.....

২) নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে মস্কার মতামত কি?

.....

.....

.....

.....

৩) মস্কা সংসদীয় গণতন্ত্রের সমর্থক——ঠিক/ভুল

১০.৪ রবার্ট মিশেল্‌স্ (Robert Michels) (১৮৭৬-১৯৩৬)

ইতালীয় রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট মিশেলস বিংশ শতাব্দীর প্রথিতযশা সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। Elite (বাছাই করা/শ্রেষ্ঠ/সেরা) তত্ত্বের বিকাশে সাধারণত ভিলফ্রেডো প্যারেটোও গীতানো মস্কা'র পাশাপাশিই স্মরণীয় মিশেলস এর অবদান। মূলত তিনি বিখ্যাত তাঁর Political Parties (রাজনৈতিক দল) তত্ত্বের জন্য। ১৯১১ সালে Political Parties নামে একটি পুস্তক তিনি প্রকাশ করেন যার মুখ্য আলোচ্য বিষয় রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের মধ্যে বিরাজমান গোষ্ঠীতন্ত্রের (oligarchy) বিষয়টি। সমসাময়িক বিবিধ রাজনৈতিক বিষয়াবলী তাঁর রচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বিপ্লব, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব, শ্রমিক সংগঠন, গণ সমাজ (mass society), জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি। সমাজে বুদ্ধিজীবী ও এলিট (elite) দের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি চিন্তিত ছিলেন। সমসাময়িক চিন্তাবিদদের তুলনায় অনেক বেশী বিস্তৃতরূপে তিনি নতুনতর চিন্তার ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। এই নতুনতর চিন্তাভাবনার বিষয়গুলির মধ্যে সুপ্রজনন বিদ্যা (engenics), নারীবাদ (feminism) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে রাজনৈতিক

সমাজতাত্ত্বিক মিশেলস-এর ভূমিকা নীচে আলোচনা করা হ'ল।

১০.৪.১ রাজনৈতিক সংগঠন (Political Parties)

রাজনৈতিক সংগঠন সংক্রান্ত আলোচনায় মিশেলস্-এর মূল বক্তব্য এই রকম ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জনের লক্ষ্যে গড়ে তোলা সংগঠনগুলিতে পরবর্তীকালে একধরনের সুগভীর গোষ্ঠীতান্ত্রিক বা চক্রতান্ত্রিক (oligarchic) প্রবণতা গড়ে ওঠে যা মূল লক্ষ্যটিকে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জনের লক্ষ্যটিকেই গুরুতর সমস্যার মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। মিশেলস্ এর ভাষায় গণতান্ত্রিক সংগঠন এমন একটি সংগঠন যা "নির্বাচিতকে নির্বাচকমণ্ডলীর উপর, আজ্ঞাপকদের উপর এবং প্রতিনিধিগণকে প্রতিনিধি-প্রেরকদের উপর আধিপত্য প্রদান করে। সংগঠন মানেই গোষ্ঠীতন্ত্র"-সংখ্যাগুরুর উপর সংখ্যালঘুর শাসন, আধিপত্য। মিশেলস্ এর "গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহ আইন" তত্ত্বের (Iron Law of Oligarchy) মখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় এইটিই।

নেতৃত্বের প্রকৃতি ঃ গোষ্ঠীতান্ত্রিক প্রবণতার কোনও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ব্যাপারে মিশেলস্ উৎসাহী ছিলেন না। বরং সাংগঠনিক চাহিদা উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যাই এই গোষ্ঠীতান্ত্রিক প্রবণতা গড়ে ওঠার জন্য মূলত দায়ী বলে তিনি মনে করতেন। মূলত সংগঠনের বিকাশ, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা, বাস্তবে কাজের পরিধি ও জটিলতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যা, শ্রম বিভাজন সংক্রান্ত সমস্যা, নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়া ও সাংগঠনিক জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব জনিত সমস্যা ইত্যাদি সংগঠনে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে-তার অর্থ এই যে নিশ্চয়ই সেখানে সুদক্ষ, পেশাদারী নেতৃত্বের ব্যাপারে মিশেলস্ এর বক্তব্য হ'ল এই যে, তারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ব্যাপারেযথেষ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বা দায়িত্বশীল থাকা সত্ত্বেও সাংগঠনিক ও অন্যান্য রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার খাতিরে অগণতান্ত্রিক বা গোষ্ঠীতান্ত্রিক হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

নেতা ও অনুগামী ঃ গণতান্ত্রিক সংগঠনে অনুগামীদের দক্ষতার অভাব ও আবেগ প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে নেতারা নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখে মিশেলস্ তা লক্ষ্য করেছেন। অনুগামীরাই নেতাকে নির্বাচন করে। কিন্তু গোষ্ঠীতান্ত্রিকতায় আবদ্ধ নেতৃবৃন্দ পরবর্তীকালে পুনরায় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানকে যাচাই করে নেওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহী হয়ে পড়ে।

শুধুমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থার অস্তিত্বই গণতান্ত্রিকতার নিরিখ হ'তে পারে না। অনুগামী জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণের মাত্রার বিচারে নির্ধারিত হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য. রাজনৈতিক সংগঠনগুলি বা দলগুলি জনস্বার্থে যে কাজ করে তাতে জনতার আশা-আকাঙ্খা পূরণের পরিবর্তে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সংগঠনের বা নিজেদের উন্নতির বিষয়টিই প্রাধান্য পায় বলে মিশেলস্ মনে করেন (অবশ্য বহু ক্ষেত্রে এই বিষয়টি নেতৃত্বের অবচেতনে ঘটে, অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়)। এটা ঘটতে পারে আমজনতার অনীহা ও অজ্ঞতার কারণে। জনতার এই নিষ্ক্রিয়তা ভেঙে তাদের সচেতন ও সক্রিয় করে তুলতে বহুক্ষেত্রেই নেতারা ব্যর্থ হন, এটা তারা চান না। তাঁর মতে, নেতা কখনই জনতার হাতে তার ক্ষমতা ছেড়ে দেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন কোনও নেতার আবির্ভাব ঘটে (যে পুরোনো নেতার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে) পুরোনো নেতা ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করতেই পছন্দ করেন-ক্ষমতা দখল করে থাকেন, স্বাভাবিকভাবেই।

গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্র সংক্রান্ত অন্যান্য তত্ত্বের মতো মিশেলস্ ও অনুগামীর প্রতি নেতার দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নেতা কি শুধুমাত্র তার নিজের নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতি বা সেই অঞ্চলের প্রতি দায়বদ্ধ না কি যে সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে তার নিজের অঞ্চলটি একটি ক্ষুদ্র অংশ সেই বৃহত্তর অঞ্চলের প্রতিও দায়বদ্ধ? তিনি কি শুধুমাত্র তার দলীয় সদস্যদের প্রতি দায়বদ্ধ না কি বৃহত্তর জনগণ (যাঁরা তাকে নির্বাচিত করেছেন বা নির্বাচকবৃন্দ)

এর প্রতিও দায়বদ্ধ ? মিশেলস্ এর মতে, বৃহত্তম সমাজের প্রতি এই দায়বদ্ধতার বিষয়টি বেশী সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে যখন দল ক্ষমতায় থাকে, বিরোধীপক্ষের ভূমিকায় নয়।

দলীয় মতাদর্শ ও কর্মপন্থা ঃ মিশেলস্ দু'টি প্রশ্ন নিয়ে সবিশেষ চিন্তিত ছিলেন। প্রথমত, কোনও বিপ্লবী দল কি বিপ্লবী কর্মপন্থা অনুসরণ করতে পারে ? দ্বিতীয়ত, কোনও গণতান্ত্রিক দল কি গণতান্ত্রিক কর্মপন্থা অনুসরণ করতে পারে ? তাঁর মতে, প্রথমটির উত্তর না বাচক অর্থাৎ কোনও বিপ্লবী দলের পক্ষে ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী কর্মপন্থা অনুসরণ করা বা বিপ্লব ঘটানো সম্ভব নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর এত সহজ সরল ভাবে দেওয়া যাবে না এবং এক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান তুলনামূলকভাবে অপরিষ্কার। তাঁর মতে, অল্প কিছু ক্ষেত্রে গোষ্ঠীতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক দলের পক্ষে গণতান্ত্রিক কর্মপন্থা অনুসরণ করা সম্ভব। অন্যদিকে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক দল যদি আভ্যন্তরীণ গঠনে গণতান্ত্রিক না হয় তবে সার্বিক অর্থে সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মিশেলস্ একটি আদর্শ দলের কল্পনা করেছেন যা সম্পূর্ণরূপে মতাদর্শগত গোষ্ঠী (ideological group), যেখানে সদস্যরা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের স্বপ্নপূরণে সচেষ্ট থাকে এবং নিজেদের স্বার্থকে গোষ্ঠী-স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে। তাঁর মতে, দলীয় মতাদর্শ থেকে বিচ্যুতির মূল কারণ গোষ্ঠী তন্ত্র। গোষ্ঠীতন্ত্র প্রকৃতিগতভাবেই নির্বাচনে জয়লাভ করবার উদ্দেশ্যে সদস্যদের মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হ'তে উৎসাহিত করে। প্রথমদিককার সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে মিশেল্স্ আদর্শ দল বলে মনে করতেন। বৃহৎ গণতান্ত্রিক দলগুলি (mass democratic parties) যেহেতু মুক্ত বা এই সমস্ত দলগুলির দরজা যেহেতু খোলা এবং দলীয় নীতি আদর্শের প্রতি সংকল্পবদ্ধ থাকবার ব্যাপারটাকে কম গুরুত্ব দেয়-এই সমস্ত দলগুলিকে তাই সত্যিকারের "দল" হিসেবে গণ্য করা যায় না।

গোষ্ঠীতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ মিশেলস্ গোষ্ঠীতন্ত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ

১) নেতৃত্বের উত্থান ; ২) পেশাদারী নেতৃত্বের উদ্ভব ; ৩) আমলাতন্ত্রের বিকাশ-অর্থাৎ, নিয়মিত বেতনভুক ও সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনকারী আমলা বা আধিকারিক এর অস্তিত্ব ; ৪) কর্তৃত্বের কেন্দ্রিকতা ; ৫) উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পরিবর্তন, মূলত প্রাথমিক বা অন্তিম উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি ; ৬) ক্রমবর্ধমান মতাদর্শগত দৃঢ়তা-রক্ষণশীলতা ; ৭) নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রমবর্ধমান দূরত্ব ও নেতার স্বার্থের আধিপত্য ; ৮) কর্মপন্থা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুগামীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কমে যাওয়া ; ৯) উদীয়মান বিরোধী মনোভাবাপন্ন নেতাকে পুরোন নেতৃত্বের মধ্যে মিশিয়ে নেওয়ার প্রবণতা ও ১০) ব্যাপকতার প্রবণতা-সদস্য থেকে একটি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর নির্বাচকমণ্ডলী ও তারপর বৃহত্তর বা গোটা সমাজ জুড়ে নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা।

গোষ্ঠীতন্ত্রের সহায়ক বহু বিষয়ের উপস্থিতি শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনের মধ্যে দেখা যায়। এই ধরনের সংগঠনগুলিতে নেতৃত্বের অবস্থানে থাকা মধ্যবিত্ত নেতাদের পক্ষে পুনরায় কারখানার কায়িক শ্রমের জগতে ফিরে যাওয়া কষ্টসাধ্য। এছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার অভাব, তথ্য বা সংবাদের (information) অভাব, নিস্পৃহতা ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়গুলি গোষ্ঠীতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মিশেলস্ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের পরিপ্রেক্ষিতে মুষ্টিমেয় একদল লোকের শাসন ও আধিপত্যের কথা বললেও তাঁর এই গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহবিধিটি সকল প্রকার রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং

রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই কার্যকর হ'তে দেখা যায়। এই বিচারে তত্ত্বটি সর্বজনীনতা লাভ করেছে বলা চলে। কারণ এই গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহবিধি অনুসারে রাষ্ট্র ও সরকার মুষ্টিমেয় একদল লোকের সংগঠন বই কিছুই নয়। এই সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের উপর আইনগত কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং জনগণকে শাসন ও শোষণ করা। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ নিজেরা নিজেদের শাসন করতে সর্বকালে ও সর্বস্থানেই অক্ষম। কাজেই অতীতে ও বর্তমান সমাজে এবং গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা নির্বিশেষ সর্বত্র মুষ্টিমেয় একশ্রেণী লোকের কর্তৃত্ব, শাসন ও আধিপত্য বিদ্যমান দেখা যায়। ফলে, কোথাও গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কার্যকর নেই, যা কার্যকর দেখা যায় তা হচ্ছে গোষ্ঠীতন্ত্র।

রবার্ট মিশেলস্ এর গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহবিধি তত্ত্বটি নানাভাবে সমালোচিত হয়ে আসছে। প্রথমত ক্যাসিনেলীর (Cassinelli) মতে, সংগঠনে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির একাধিপত্য কার্যকর থাকার মূলে সংগঠনের বৃহদায়তন প্রকৃতিই প্রধান কারণ নয় বরং নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে সম্পর্কই প্রধানত দায়ী। নেতৃবৃন্দকে অনুগামীদের নিকট দায়িত্বশীল রাখার আইনগত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে তাদের গণস্বার্থ বিরোধী ভূমিকা পালন থেকে বিরত রাখা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, জনগণের রাজনৈতিক উদাসীনতা ও অনীহাবোধ অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়। শিক্ষা বিস্তার ও ব্যাপক রাজনীতিকরনের মাধ্যমে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সক্রিয় করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরোধী রাজনৈতিক দল স্বীকৃত থাকে। ফলে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলের পক্ষে গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রভাবে গণবিরোধী ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয় না। কারণ, বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত প্রহরীর ভূমিকায় নিয়োজিত থাকে।

সোরেল, প্যারেটো, মস্কা ও হ্বেবারের মতো মিশেল্স্ও তদানীন্তন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার বাতাবরণকে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর মূল আক্রমণ ছিল কার্ল মার্ক্সের বিরুদ্ধে। তাঁর মতে, গণ প্রশাসন ও গণআইনের মতো বাস্তব ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ অচল। সমাজতন্ত্র একটি প্রশাসনিক সমস্যা।

মিশেল্স্-এর বিভিন্ন তত্ত্বাবলী পরবর্তীকালে বহু গবেষণাকে উদ্দীপিত করেছে। সংগঠন, আমলাতন্ত্র, লক্ষ্য বিচ্যুতি (goal displacement) ইত্যাদি বহুল চর্চিত সাম্প্রতিক বিষয়াবলী সমাজতত্ত্বে রবার্ট মিশেল্স্-এর অবদান সম্পর্ক নতুনতর উৎসাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

অনুশীলনী ঃ ২

১) গণতান্ত্রিক সংগঠনে নেতা কি ভাবে তার ক্ষমতা বজায় রাখে?

.....

.....

২) গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহ আইন বলতে আপনি কি বোঝেন?

.....

.....

.....

.....

১০.৫ কার্ল ম্যানহাইম (Karl Mannheim) (১৮৯৩—১৯৪৭)

বিংশ শতাব্দীর প্রথিতযশা জার্মান সমাজতাত্ত্বিক কার্ল ম্যানহাইম ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর বুদাপেষ্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সিমেল, ওয়েবার, মার্ক্স ও নব মার্ক্সবাদী জর্জ লুকাস (George lucas) -এর দ্বারা প্রভাবিত ম্যানহাইম তাঁর জ্ঞান সমাজতত্ত্বের তত্ত্বের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। ম্যানহাইমকে জ্ঞান সমাজতত্ত্বের জনক বলা চলে। এছাড়াও ম্যাক্স হ্বেবারের প্রভাবে তিনি যুক্তিবাদ (rationality) তত্ত্বের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর যুক্তিবাদ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা বহুক্ষেত্রেই হ্বেবারের (Max Weber) চিন্তাভাবনার তুলনায় সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট ও সহজতর। সমাজতত্ত্বে ম্যানহাইমের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল।

১০.৫.১ জ্ঞান সমাজতত্ত্ব (Sociology of knowledge)

ম্যানহাইমের মতে, জ্ঞান সমাজতত্ত্বেরএকাধিক পূর্বসূরী থাকলেও বিষয়টির উদ্ভব কার্ল মার্ক্স-এর হাতেই। মার্ক্সের মতাদর্শ তত্ত্ব (Theory of ideology) আসলে জ্ঞান-সমাজতত্ত্বেরই এক প্রতিরূপ বিশেষ। চিন্তন (thought) ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অধ্যয়ন করার পাশাপাশি জ্ঞানের সামাজিক বা অস্তিত্ববাদী (existential) শর্তাবলী ব্যাখ্যা করা ও জ্ঞান সমাজতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর সমস্ত চিন্তাভাবনা জুড়ে ছিল কোনও ধারণার (idea)-র সঙ্গে যে কাঠামোর (structure) মধ্যে ঐ ধারণা নিহিত থাকে সেই কাঠামোর সম্পর্কের বিষয়টি। তিনি ধারণার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, চিন্তাভাবনা এমন একটি বিষয় যা একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ঘটমান সামাজিক কাজকর্মের (activity) সঙ্গে সম্পর্কিত। ম্যানহাইমের মতে, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আগাগোড়াই কোনও ব্যক্তির কাজকর্ম্ম বা সক্রিয়তাকে তার গোষ্ঠী জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে আলোচনা করে। গোষ্ঠী জীবনের সহযোগিতার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞান এর উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। এখানে সকলে একসঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়ে, একই রকম অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার মধ্য দিয়েও একটি সাধারণ অর্থাৎ একই রকম ভবিষ্যতের অংশীদার হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকের জ্ঞান বিকশিত হয়।

অতএব, ম্যানহাইম চিন্তনের অস্তিবাদী ও সামাজিক শর্তাবলীর ব্যাখ্যানকে জ্ঞান সমাজতত্ত্ব বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে, জ্ঞান ও ধারণা একটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে ; যদিও বিভিন্ন মাত্রায় এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সামাজিক কাঠামো ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। কোনও নির্দিষ্ট সময়ে হয়তো কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় একটি সামাজিক ঘটনা অথবা বিষয়কে অধিকতর অনুধাবন করতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ অনুধাবন অসম্ভব। অবশ্যম্ভাবীরূপেই চিন্তন পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে যথানুপাতিক (perspectivistic)- "thought is inevitably perspectivistic".

এ প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। সাত জন দৃষ্টিহীন মানুষের গল্প। তাদেরকে একটি হাতির সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই শুধুমাত্র স্পর্শের সাহায্যে তারা বুঝবার চেষ্টা করে হাতিটিকে মজা হ'ল এই যে, যে ব্যক্তি হাতিটির যে অংশটিকে স্পর্শ করে বুঝবার চেষ্টা করেছিল, তার কাছে হাতি নামক প্রাণীটির আকার সেই রকমই মনে হয়েছিল। যেমন, একজনের বক্তব্য হাতি মোটা থামের মতো দেখতে একটা প্রাণী। অন্যরাও প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব অনুভব অনুযায়ী হাতি সম্বন্ধে একটা নিজস্ব ধারণা অর্জন করেন। অতএব সৃষ্টি হয় প্রবাদের অন্ধের হস্তীদর্শন। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতি থেকে উঠে আসা বিভিন্ন মানুষ যখন কোন একটি সাধারণ বিষয়কে নিজ নিজ পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করবার চেষ্টা করে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা ঐ বিষয়টি সম্পর্কে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা সিদ্ধান্তে পৌঁছায় ভিন্ন রূপ চিন্তাভাবনা করে। অতএব বলা চলে, চিন্তন (thought) পরিস্থিতি নির্ভর বা পরিস্থিতি আপেক্ষিক ('situationally relative')।

সামাজিক কাঠামো ও জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের রূপভেদের বিষয়টি ম্যানহাইম পরিহার করেছেন বা কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, চিন্তার বা জ্ঞানের অস্তিবাদী নির্ধারণ বিষয়টি কার্য-কারণ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। একমাত্র দৃষ্টিবাদী বা প্রত্যক্ষবাদী (empirical) গবেষণার সাহায্যেই সামাজিক কাঠামো ও জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত সম্পর্কের বিবিধ রূপভেদের সম্পর্কে সম্যক ও বাস্তব ধারণা অর্জন করা যেতে পারে।

ম্যানহাইমের মতে, সামাজিক কাঠামোগত অবস্থার একটি নির্ভরযোগ্য সূচক শ্রেণী-ব্যবস্থা। শ্রেণীগত অবস্থানের উপর নির্ভর করে কোনও মানুষের জ্ঞান বা ধারণার জগৎ। যেমন, জমিদার বা ভূস্বামী ও ক্ষুদ্র চাষী বা ভূমিদাস-এদের চিন্তাভাবনা, জ্ঞান বা ধারণার জগৎ ভিন্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ, যদিও কার্ল মার্ক্সের শ্রেণী-তত্ত্বের প্রভাব এক্ষেত্রে পরিস্কার, তবুও তিনি শ্রেণী ছাড়া ও অন্যান্য বহুবিধ সামাজিক বিষয়সমূহ, যেমন-মর্যাদা গোষ্ঠী (status group) অথবা পেশাগত অবস্থান ইত্যাদি বিষয়কে জ্ঞান বা ধারণার নির্ধারক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১০.৫.২ মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প বা স্বপ্নরাষ্ট্র (Ideology and Utopia)

'Ideology and Utopia' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ম্যানহাইম মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্পের এক সুসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প-উভয়েই ধারণার এক একটি বিন্যাস বা সুসমৃদ্ধ সমষ্টি। মতাদর্শ, বর্তমান সমাজের বাস্তবতাকে আড়াল করে অতীতের আলোকে বাস্তব সমাজকে অনুধাবন বা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, স্বল্পকল্প এমন কিছু ধারণার বিন্যাস বা সমষ্টি যা ভবিষ্যতের লক্ষ্যে বর্তমান সময় অতিক্রম করে যায় (transcends the present and is oriented to the future)। যারা মতাদর্শকে ব্যবহার করে বা মতাদর্শ-পন্থী তারা আসলে সংরক্ষণশীল (conservative) বা স্থিতাবস্থার (status) পক্ষে। অন্যদিকে, যারা স্বপ্নকল্পে বিশ্বাসী বা স্বপ্নকল্প-পন্থী তারা প্রগতিশীল (Progressive) বা স্থিতাবস্থার অবসান ও নতুনতর, উন্নত সমাজ ব্যবস্থার দিশারী। স্বল্পকল্প-পন্থীর ভবিষ্যতের স্বপ্ন, উন্নত সমাজের স্বপ্ন, প্রচলিত বর্তমান সামাজিক কাঠামোর জায়গা থেকে অসম্ভব বলে মনে হয়। অতএব, বলা চলে যে, মতাদর্শপন্থী ও স্বপ্নকল্পপন্থীরা পরস্পর বিরোধী। আসলে "মতাদর্শ" ও "স্বপ্নকল্প" দুটি লেবেল (label) বা তকমা যা একটি গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর উপর আরোপ করে। সমাজ ক্ষমতাবান গোষ্ঠী ক্ষমতাহীনদের স্বপ্নের ফেরিওয়ালা বা স্বপ্নপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে, ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাকামীরা ক্ষমতাবানদের উপর মতাদর্শপন্থীর লেবেল সেঁটে দেয়।

ম্যানহাইমের মতে, মতাদর্শ বা স্বপ্নকল্প, উভয়েই বিক্ষিপ্ত (distarted) মানসিক অবস্থাকে সূচিত করে। উভয় ক্ষেত্র থেকেই বিক্ষেপণ বা বিকৃতি দূর করাই জ্ঞান সমাজতাত্ত্বিকের কাজ। মতাদর্শগত বা স্বপ্নকাল্পনিক বিকৃতি

থেকে দূরে থেকে বাস্তব সত্য সন্ধানই জ্ঞান সমাজতাত্ত্বিকের প্রধান কর্তব্য।

তাঁর মতাদর্শ তত্ত্বটি মার্ক্সীয় দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হ'লেও স্বপ্নকল্প তত্ত্বটি প্রধানত তাঁর নিজস্ব অবদান। ম্যানহাইমের মতে, স্বপ্নকল্পপন্থী ক্ষমতাকামী মানুষেরা যখন ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়, স্বপ্নকাল্পনিক মানসিকতা তখন শেষ বিন্দুতে পৌঁছয়। অদূর অতীতে ক্ষমতাহীন কিন্তু অধুনা ক্ষমতাবান মানুষদের স্বপ্নকল্প ধীরে ধীরে পরিণত হয় মতাদর্শে। ক্রমে এর বিরুদ্ধে আবার গড়ে ওঠে এক নতুন স্বপ্নকল্প-প্রতি-স্বপ্নকল্প (counter utopia)

তাঁর সমসাময়িক সমাজে ম্যানহাইম স্বপ্নকল্পের অপমৃত্যু লক্ষ্য করেছেন গভীর বেদনার সাথে। কেন স্বপ্নকল্প শেষ হয়ে যায় ? প্রথমতঃ এটা সত্য যে স্বপ্নের সওদাগরেরা ক্ষমতায় এলেই, প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারলেই, স্বপ্ন দেখা ভুলে যায়, নিজেদের ধ্যানধারণাকে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া তাদের স্বপ্নকল্প পরিণত হয় মতাদর্শে। দ্বিতীয়ত, একই সঙ্গে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রকমের স্বপ্নকল্প অবস্থান করে এবং দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় পরস্পরের ধ্বংসের কারণ হয়। তৃতীয় বা শেষ কারণ হিসেবেও এই বিভিন্ন স্বপ্নকল্পের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কথাই উল্লেখ করা যায়। এই দ্বন্দ্ব পারস্পরিক ধারণা-ব্যবস্থা বা চিন্তাধারাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। স্বপ্নকাল্পনিক চিন্তাভাবনাও বাদ যায় না। ফলত প্রভূত সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে স্বপ্নকল্প শেষ হয়ে যায়।

আধুনিক সমাজের অতিরিক্ত বিষয়ানুগতা ("matter of factness") স্বপ্নকল্প ও মতাদর্শ- উভয়েরই ধ্বংসের কারণ। হ্বেবারের মতো ম্যানহাইমও এক্ষেত্রে আধুনিক সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান মোহভঙ্গের (disenchantment) প্রক্রিয়াকে এর জন্য দায়ী করেছেন। আমরা এমন এক বিশ্বের দিকে এগিয়ে চলেছি যেখানে " সমস্ত ধারণাকে অমর্যাদা করা হয়েছে এবং সমস্ত স্বপ্নকল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে" (..... all ideas have been discredited and all utopias have been destroyed).

উপরোল্লিখিত দু'টি প্রধান অবদান ছাড়াও তাঁর জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তাত্ত্বিক দিক থেকে কিছুটা প্রায়োগিক দিকে মনোসংযোগ করেন এবং পরিকল্পনা ও সামাজিক পুনর্গঠনের দিকে নজর দেন।

১০.৫.৩ আধুনিক সমাজে পরিকল্পনা ও সামাজিক পুনর্গঠন (Planning and Social Re-construction in the Modern World)

ম্যানহাইম তাঁর জ্ঞান সমাজতত্ত্বকে একটি পরিকল্পিত সমাজ গড়ে তুলবার লক্ষ্যে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমস্যার মধ্যে ফেলেন না বরং পরিকল্পনা ও গণতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক। তিনি এমন একটি পরিকল্পিত সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন যেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সর্বাত্মকবাদ (Totalistarianism) অথবা তার বদলে অবাধ নীতি (laissez faire) কোনটিকেই তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বরং গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাকেই তিনি অধিকতর কাম্য বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, সুপরিকল্পনার অর্থ সামাজিক গঠন ও কার্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের সাহায্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে এক সচেতন আক্রমণ। অতএব, সুপরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন সমাজ সম্পর্কে এক অনুপুঙ্খ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এর জন্য সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতার প্রয়োজন—বিশেষীকরণ (specialisation) প্রসূত স্বাধীনতার তুলনায় তা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

আধুনিক সমাজের বিবিধ সমস্যার কারণ হিসেবে ম্যানহাইম মূল্যবোধের সংকটের কথা উল্লেখ করেছেন এবং উত্তরণের উপায় হিসেবে আধ্যাত্মিক পুর্নজাগরণ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

পরবর্তীকালের সমাজতাত্ত্বিকেরা, বিশেষত, রবার্ট কে মার্টন (Robert K. Merton) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকেরা ম্যানহাইমের কিছু সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, বহু ক্ষেত্রে 'মন' (mind) এবং 'জ্ঞান' (knowledge) কে একই অর্থে ব্যবহার করা ম্যানহাইমের উচিত হয়নি। মন একটি চলমান প্রক্রিয়ার মতো যার ফলে মান এর উদ্ভব ঘটে। 'মন' ও 'জ্ঞান' এক বিষয় নয়। শুধু জ্ঞান এর সংজ্ঞায়নে অস্বচ্ছতাই নয়, জ্ঞানের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের বিষয়টিও তাঁর লেখায় পরিষ্কার নয়। এ বিষয়ে ম্যানহাইম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা বলেছেন এবং এই বিবিধ বক্তব্য সমূহকে তিনি কখনই একটি সাধারণ ধারণার ছত্রছায়ায় আনতে পারেননি। এই ধরনের বহু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সমাজতত্ত্বে ম্যানহাইম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর জ্ঞান সমাজতত্ত্বের জন্যই। অতি সম্প্রতি সমাজতত্ত্বে ঐক্যবদ্ধ বা সশ্লেষণাত্মক তত্ত্বের যে বিকাশ ঘটছে, বহু পূর্বেই ম্যানহাইম ছিলেন তার পথপ্রদর্শক, এইখানেই আধুনিক সমাজতত্ত্বের বিকাশে তাঁর সুগভীর অবদান নিহিত রয়েছে।

অনুশীলনী ঃ ৩

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ম্যানহাইমের মতে চিন্তন———সঙ্গে যথানুপাতিক।

খ) যারা মতাদর্শপন্থী তারা আসলে ————।

গ) আধুনিক সমাজের অতিরিক্ত ———— স্বপ্নকল্প ও মতাদর্শ-উভয়েরই ধ্বংসের কারণ।

১০.৬ উইলিয়াম আইজ্যাক থমাস (William Isaac Thomas) (১৮৬৩-১৯৪৭)

আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক উইলিয়াম আইজ্যাক থমাস (১৮৫৩-১৯৪৭) ভার্জিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। জীবনের প্রথমদিকে তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত জনজাতিবিদ (ethnographer) । জনজাতিবিদ্যা'র পাশাপাশি তিনি ক্রমে বিবিধ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলীতেও উৎসাহী হয়ে পড়েন এবং জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি একজন প্রখ্যাত সমাজ মনস্তাত্ত্বিক (Social psychologist) হিসেবে পরিচিত হন। আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক বিভাগের তিনি প্রথম দিকের এক স্বনামধন্য সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন। থমাস মূলতঃ বিখ্যাত পোল্যান্ডীয় (পোলিশ) সমাজতাত্ত্বিক ফ্লেরিয়ান জ্যানেইস্কির (Florian Znanecki) সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত 'পোলিশ পেজ্যান্ট' (Polish peasant) গ্রন্থটির জন্য। জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক পুস্তক প্রবন্ধ রচনা করলেও সমাজতত্ত্বের কোনও নির্দ্দিষ্ট চিন্তাধারা (Theory) বা ঘরানার তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন নি। বরং তিনি দৈনন্দিন জীবনের বহু বিষয় নিয়ে দৃষ্টিবাদী গবেষণা (empirical research) করেছেন। এই সমস্ত বিষয়াবলীর মধ্যে লিঙ্গ ভেদ বা যৌন ভেদ (sex difference), শিশু অপরাধ, সামাজিক সংগঠন ও পরিযান (migration) সংক্রান্ত গবেষণা উল্লেখযোগ্য। তাঁর সমগ্র অবদান স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবুও সমাজতত্ত্বে তাঁর সাধারণ অবদান নীচে সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল।

১০.৬.১ সামাজিক ব্যবহার (Social Behaviour)

যৌন-প্রভেদের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে থমাস-এর মানব ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। সুশীলতা বা লাজুকতা, নারীসুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভেদ ইত্যাদির ব্যাখ্যায় তিনি জীব বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথ্য বা Data ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, পুরুষ ও নারীর

ব্যবহারিক পার্থক্যের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ (জৈবিক) ও বাহ্যিক (সামাজিক-সাংস্কৃতিক) উভয় রকমের কারণ বর্তমান থাকলেও তিনি প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ জৈবিক কারণকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও সেই সময়কার সাধারণ প্রবণতা অনুযায়ী তিনি জৈবিক কারণকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়কেও কখনো কখনো অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনার "চার ইচ্ছা" ধারণায়। এই চারটি ইচ্ছা হ'ল-নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছা, কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা, স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছা এবং নিরাপত্তা লাভের ইচ্ছা। আবার জীবন বিজ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্যণীয় যখন তিনি বলেন যে, সব রকমের ব্যবহারই দু'টি মূল ক্ষুধা (hunger) কারণে ঘটে, যথাঃ খাদ্য বা খাদ্যের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধা। অবশ্য 'পোলিশ পেজ্যান্ট' গ্রন্থে তিনি ক্ষুধা চারটি মূল ইচ্ছার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জৈবিক ও সামাজিক উভয় কারণেরই অবতারনা করেছেন। ব্যবহারের বিশ্লেষণে থমাস পরবর্তীকালে পরিস্থিতিগত দৃষ্টিভঙ্গীর (situational approach) অবতারনা করেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ বিভিন্ন রকমের ব্যবহার করে। ব্যবহার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে কোনও মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবহারকে পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা উচিত। এ প্রসঙ্গে তিনি ""পরিস্থিতির সংজ্ঞায়ন" "definition of the situation "এর ধারণার অবতারনা করেন। তিনি এক্ষেত্রে পরিস্থিতির আত্মগত (subjective) সংজ্ঞার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই ব্যক্তিগত নথি (personal document), জীবন ইতিহাস (life history) প্রমুখ পদ্ধতির ব্যবহারকে তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমসাময়িক সর্বব্যাপী বস্তুগত (objective) সংজ্ঞায়নের এর পরিবেশে থমাস এর আত্মগত সংজ্ঞায়ন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

১০.৬.২ সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও সমাজ পরিবর্তন (cultural evolution and social change)

নৃতত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে থমাস সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও তার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। একই সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক সমাজে ঘটমান সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তনের ঘটনাবলীর দ্বারাও [যেমনঃ নগরায়ণের উদ্ভব, গণ পরিযান (mass migration) এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন] তিনি প্রভাবিত ছিলেন। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের যাবতীয় এক রৈখিক (unilinear) তত্ত্বকে অতি সাদামাটা এবং যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট বলে মনে করে বর্জন করেছিলেন তিনি। তার বদলে তিনি তুলনামূলক জটিলতার এক সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব রচনা করেন। এই তত্ত্বে তিনি নিয়ন্ত্রণ (control), অভ্যাস (habit), সংকট (crisis) এবং নজর (attention)-এই সমস্ত ধারণার অবতারনা করেন। তাঁর মতে, অর্থপূর্ণ যে কোনও কাজেরই উদ্দেশ্য থাকে নিয়ন্ত্রণ—নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সফল বা বিফল যাই হোক না কেন। নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আবার অভ্যাসগত। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সামাজিক জীবনে সংকট উপস্থিত হয়। তখন নজর দেওয়া হয় নতুনতর সমাধানের উপায়ের দিকে। 'পোলিশ পেজ্যান্ট' অথবা পোল্যান্ডীয় চাষীদের জীবন নিয়ে গবেষণাকালে থমাস বিভিন্ন সমাজে পরিবর্তনের বিভিন্ন গতি ও তার ফলাফলের বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করেন। অশিক্ষিত কৃষক সমাজে পরিবর্তনের ধীর গতির ফলে চালু সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর মধ্যে নতুন উপাদানের প্রবেশ অনেক সহজতর-ফলত জনগণের মধ্যে কোনও সর্বব্যাপী হতাশা বা নৈতিকতার স্খলন দেখা যায় না। কিন্তু আধুনিক সমাজের দ্রুতগতি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথাগত সমাজিক নিয়ন্ত্রণ অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। গোষ্ঠী ঐক্য ভেঙে পড়ে এবং ব্যবহার আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর জায়গায় আবির্ভাব ঘটে জন সমাজের (mass society)।

থমাসের মতে, আধুনিক সমাজ এক দ্রুত ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

ফলত, দেখা দিচ্ছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা (social disorganisation) । পুরাতন সমাজে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এক ধরনের স্থায়িত্ব বজায় থাকতো। আধুনিক সমাজের দ্রুতগতি পরিবর্তনের ধাক্কায় তা' ভেঙে যাচ্ছে। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে থমাস একটি নতুন সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন যা সুশৃঙ্খল উপায়ে ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে অধ্যয়ন করতে পারবে এবং এইভাবে এক নতুন সমাজের দিশারী হয়ে উঠতে পারবে।

'পোলীশ পেজ্যান্ট' ও অন্যান্য রচনায় থমাস এক সার্বিক বা বৃহত্তর সমাজতাত্ত্বিক (macrosociological) দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রাখলেও পরবর্তীকালে তিনি এক আণুবীক্ষনিক (microscopic) সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। কোনও মানুষের চিন্তাভাবনার ধরন, অর্থাৎ সে কি বিষয় নিয়ে চিন্তা করছে এবং তা কিভাবে তার কার্যকে প্রভাবিত করছে-এই বিষয়টিকে তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করেছেন। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক মার্ক্স, হ্বেবার ও ডুর্কহাইম এর বৃহত্তম সমাজতাত্ত্বিক (macrosociological) দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীতে থমাস এক ক্ষুদ্রতর সমাজতাত্ত্বিক (micro-sociological দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। সমাজতত্ত্বের কোনও সুনির্দ্দিষ্ট ঘরানা'র সাথে যুক্ত না থাকলেও তাঁর সমাজ মনস্তাত্ত্বিক এই অবস্থান চিকাগো ঘরানার মূল সূর, অর্থাৎ প্রতীকি মিথস্ক্রিয়াতত্ত্বর (symbolic interactionism) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বহু বিচারেই থমাস ছিলেন বিংশ শতাব্দীর এক অনন্য সমাজতাত্ত্বিক। সমাজতত্ত্বের আরামকেদারা (armchair) জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে তিনি দৃষ্টিবাদী গবেষণার মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রয়োগমুখী করে গড়ে তুলবার এক সার্থক প্রচেষ্টা চলিয়ে যান আজীবন। সমাজতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন। বহু বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষার একটি বিষয় হিসেবে সমাজতত্ত্বের প্রভূত বিকাশ ঘটান- থমাসের সরাসরি উদ্যোগ ও প্রভাবে। সমাজতত্ত্বকে আধুনিক করে গড়ে তুলেছিলেন তিনি। যদিও তাঁর তত্ত্বগত অবদান অপরিসীম তবুও তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল, একটি সার্থক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজতত্ত্বকে দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সফলভাবে প্রয়োগ করা এবং এই কাজে তিনি সফল হয়েছিলেন, একথা বলা চলে।

অনুশীলনী ঃ ৪

১) থমাস বর্ণিত চারটি ইচ্ছা কি কি?

২) থমাসের মতে আধুনিক সমাজের বিশৃঙ্খলার কারণ কি?

১০.৭ ফ্লোরিয়ান জ্ঞ্যানেইস্কি (Florian Znaniecki) (১৮৮২-১৯৫৮)

ফ্লোরিয়ান উইটোল্ড জ্ঞ্যানেইস্কি পোল্যান্ডের স্বুইয়াটনিকিতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন একজন কবি। পরবর্তীকালে তিনি দর্শনশাস্ত্রে উৎসাহিত হন এবং শেষ পর্যন্ত থমাসের (W.I.Thomas) প্রভাবে তিনি সমাজতত্ত্বের জগতে প্রবেশ করেন। ইংরাজী ও পোলিশ (পোল্যান্ডীয়) ভাষায় তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। পোলিশ সমাজতত্ত্বের এই পথিকৃৎ ১৯২২ সালে পোলিশ সমাজতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। তাঁর বিবিধ রচনার মধ্যে থমাসের সঙ্গে যৌথভাবে রচিত The Polish Peasant in Europe and

America গ্রন্থটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই সুবৃহৎ গ্রন্থটিতে শুধু একটি বিশেষ গোষ্ঠীর (পোলিশ কৃষক) সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিবরণই তুলে ধরা হয়নি, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ও পদ্ধতিবিদ্যার বিকাশের ক্ষেত্রে ও গ্রন্থটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

১০.৭.১ ইউরোপ ও আমেরিকায় পোল্যান্ডীয় চাষী (The Polish Peasant in Europe and America)

১৯১৮-১৯২০ খ্রীষ্টাব্দকাল জুড়ে প্রকাশিত থমাস ও জ্যানেইস্কি'র এই গ্রন্থটি অদ্যাবধি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক কাজ হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। থমাস ও জ্যানেইস্কি আজীবন দুই ভিন্ন ধারার সমাজতাত্ত্বিক হ'লেও তাঁদের এই যৌথ প্রয়াস (ভিন্নতার কারণেই), অধ্যাপক রবার্ট বিয়ারষ্টেস্ট (Robert Bierstedt) এর মতে, অনেক বেশী সাফল্য লাভ করেছে। থমাসের অভিজ্ঞতা ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার সঙ্গে জ্যানেইস্কির ইতিহাস জ্ঞান, দার্শনিক পাণ্ডিত্য ও নিয়মাবদ্ধতা 'পোলিশ পেজ্যান্ট (The polish Peasant in Europe and America) গ্রন্থটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক দলিলের মর্যাদা দিয়েছে।

মূলত, জনজাতিসত্তা (ethnic identity) ও জনজাতি উপসংস্কৃতি (ethnic subculture) বিষয়গুলিকে নিয়ে লেখা 'পোলিশ পেজ্যান্ট' গ্রন্থটি বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ রচনা। পাঁচটি খণ্ডে বিস্তৃত এই গ্রন্থটির মুখ্য আলোচ্য বিষয় চিকাগো শহরে বসবাসকারী পোলিশ অভিবাসী বা বহিরাগমনকারী (immigrant) দেব জীবন ইতিহাস (life-history) । ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, আত্মজীবনী, রোজনামচা (diary) এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত নথিপত্রের অনুপুঙ্খ বিবরণ 'পোলিশ পেজ্যান্ট'-এর অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত নথিপত্রে উল্লেখিত ঘটনা বা কাহিনীর মধ্য থেকে জনজাতিসত্ত্বা ও উপসংস্কৃতি সম্বন্ধে যে তত্ত্বগত সারমর্ম উদ্ধার করা সম্ভব, এখানে তাই আলোচ্য।

থমাস ও জ্যানেইস্কির মুখ্য উদ্দেশ্য বা আলোচ্য বিষয় হ'ল সমাজ পরিবর্তন। তাঁদের মতে, মনোভাব (attitude) ও মূল্যবোধের (values) পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই নির্ধারণ করে সামাজিক পরিবর্তনকে। কোনও সামাজিক বা ব্যক্তিগত ঘটনার কারণ শুধুমাত্র অন্য কোনও সামাজিক বা ব্যক্তিগত ঘটনা নয় বরং কোনও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ঘটনার যৌথ উপস্থিতি ; অর্থাৎ, কোনও মূল্যবোধ অথবা কোনও মনোভাবের অস্তিত্বের কারণ সব সময়ই অন্য কোনও মূল্যবোধ ও মনোভাবের যৌথ উপস্থিতি। সামাজিক ব্যবহারের বস্তুগত (Objective) ও আত্মগত (subjective) দিকই ছিল তাঁদের অনুসন্ধানের মূল বিষয়। মানুষের ব্যবহারের উপর বাইরের অথবা বস্তুগত কোনও বিষয়ের প্রভাব তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন ব্যক্তি আত্মগতভাবে তাকে উপলব্ধি করে। অভিজ্ঞতা দ্বারা পুষ্ট মনোভাব কিভাবে বস্তুগত বিষয়াবলীর প্রতি ব্যক্তির সাড়াদানকে নির্ধারণ করে, তাঁর বিশ্লেষণই গবেষকের মূল কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, শহরের বস্তিতে নবাগত বহিরাগমনকারীদের অপরাধ প্রবণতা বস্তি অঞ্চলের সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণে হয় তা নয় বরং বহিরাগমনকারীরা বস্তি অঞ্চলে এসে নিয়ম কানুনের যে শৈথিল্য দেখতে পায় বা আত্মগতভাবে উপলব্ধি করে তাই তাদেরকে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহিত করে।

মনোভাব ও মূল্যবোধের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে থমাস ও জ্যানেইস্কি মানুষের চার ধরনের মূল অবিলাষ বা ইচ্ছার (wish) উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, নতুন অভিজ্ঞতার অভিলাষ, দ্বিতীয়ত, স্বীকৃতি (recognition) লাভের অভিলাষ তৃতীয়ত, কর্তৃত্বের অভিলাষ এবং চতুর্থত, নিরাপত্তার

অভিলাষ। যদিও সমগ্র 'পোলিশ পেজ্যান্ট' রচনাটি জুড়ে এই চারটি মূল অভিলাষের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে বারে বারে এসেছে তবুও প্রসঙ্গটি এই রচনায় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় বলেই মনে হয়। এমনকি জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে থমাস ও জ্যানেইস্কি নিজেরাই এই চার অভিলাষের প্রসঙ্গটির গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন।

১০.৭.২ সামাজিক সংগঠন (Social organisation)

এর সঙ্গে ব্যক্তির মনোভাবের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ও সামাজিক বিধিনিষেধ এবং ব্যক্তি কর্তৃক তার মান্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে থমাস ও জ্যানেইস্কি তিন ধরনের মানুষের অস্তিত্বের উল্লেখ করেন। প্রথমত, ফিলিষ্টিন-এই ধরনের মানুষ সামাজিক ঐতিহ্যের স্থায়ী অংশগুলিকে গ্রহণ করে ও মেনে চলে। জীবনে হঠাৎ কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিলে এই ধরনের মানুষদের কাজকর্ম্মে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খুব ধীর গতিতে এই ধরনের মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় ধরনের মানুষ ঠিক এর বিপরীত-বোহেমিয়ান। যেহেতু এই ধরনের মানুষদের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে গঠিত থাকে না অতএব বিবর্তনের সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে। এই ধরনের মানুষ সতত পরিবর্তনশীল হ'তে পারে তাই ফিলিষ্টাইনের তুলনায় সে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অধিকতর সক্ষম। প্রথম ধরনের মানুষ, অর্থাৎ ফিলিষ্টাইন, বাধ্য (conformist) ; কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের মানুষ, অর্থাৎ বোহীমিয়ান, বিদ্রোহী (rebel)। তৃতীয় এক ধরনের মানুষের অস্তিত্বের কথাও থমাস ও জ্যানেইস্কি উল্লেখ করেছেন- সৃষ্টিশীল মানুষ (creative man) সদাসর্বদা নতুনতর চিন্তাভাবনা করেন, বিভিন্ন বিষয়ে সে সতত উৎসাহী। সে শুধুমাত্র ঐতিহ্যের দাস নয়, সামাজিক প্রয়োজনের খাতিরে সে নির্বিচারে বিদ্রোহীও নয়-আবিষ্কার তথা নতুনতর দিশার অনুসন্ধান এবং ঐতিহ্যের হাত ধরে সে সমাজ পরিবর্তনের এক সৃষ্টিশীল, যার মধ্যে ফিলিষ্টাইনেরসুবোধ বালকসুলভ মান্য করে চলা চরিত্রের বা রক্ষণশীলতার সামান্য ছাপ নেই অথবা বোহেমিয়ানের অবাধ্য চরিত্রের বা বিদ্রোহী চরিত্রের সামান্য ছোঁয়াও নেই।

'পোলিশ পেজ্যান্ট' রচনায় তত্ত্ব ও প্রমাণের মধ্যে বেশ কিছু অসংগঠিত বর্তমান। তৎসত্ত্বেও হার্বাট ব্লুমার Herbert Blumer-এর মতে, 'পোলিশ পেজ্যান্ট' আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্র এবং এর তাত্ত্বিক কাঠামো বর্তমানকালের বহু সমাজতাত্ত্বিকের কাছেই এখনো উৎসাহব্যঞ্জক।

১০.৭.৩ সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি (The method of Sociology)

বিয়ারষ্টেস্ট-এর মতে, জ্যানেইস্কির যাবতীয় রচনার মধ্যে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি" শীর্ষক পুস্তকটি সবচেয়ে বেশী সুশৃঙ্খল, সুসম্বদ্ধ। এই বইটিতে তিনটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, সমাজতত্ত্ব কোনও সাধারণ (general) সমাজবিজ্ঞান নয়, একটি বিশেষ (special) সমাজ বিজ্ঞান এবং এর একটি বিশেষ বিষয়বস্তু (subject matter) আছে, নিজস্ব তথ্য বা উপাত্ত (data) আছে। দ্বিতীয়ত, দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানমনস্কতার পরিবর্তে সমাজতত্ত্ব বাস্তব সমাজের গভীরতর অর্থ অনুধাবনে আগ্রহী। তৃতীয়ত, কঠোর যৌক্তিক মান নির্ভর হ'লেও সমাজতত্ত্ব পরিমাণগত নয়, গুণগত একটি বিষয়। জ্যানেইস্কির মতে, যদিও বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বহু শিক্ষা দেয়, তবুও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংগ্রহের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট নয় ; প্রয়োজন তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর উপস্থিতি। তত্ত্ব ও গবেষণা (theory and research) -র মধ্যে তুলনামূলক গুরুত্ব বিচারে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। নিয়মহীন যুক্তিবাদ (rationalism) অথবা পরিকল্পনাহীন অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) কোনটিই সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের

ক্ষেত্রে সঠিক দিশা দেখাতে পারে না।

১০.৭.৪ সমাজতত্ত্ব (Sociology)

জ্যানেইস্কির মতে, সমাজতত্ত্ব সামাজিক ব্যবস্থার (social system) বিজ্ঞান। সামাজিক ব্যবস্থাসমূহকে তিনি চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হ'ল সামাজিক ক্রিয়াসমূহ (social actions), সামাজিক সম্পর্কাবলী (Social relations), সামাজিক ব্যক্তিসমূহ (social persons) এবং সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ (social groups)। এই সমস্ত উপব্যবস্থার প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, সমাজতত্ত্ব একটি বিশেষ বিজ্ঞান যা শুধুমাত্র এক ধরনের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা হ'ল সামাজিক ব্যবস্থা। অন্যান্য সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা-যেমন, প্রযুক্তিবিদ্যাগত (বা প্রযুক্তিগত), অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদির সঙ্গে সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত নয়।

জ্যানেইস্কির মতে, সমাজতত্ত্ব সামাজিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়। সমাজতত্ত্বের মধ্যে একটা মানবতাবাদী বা মানবিক বিষয় রয়েছে যেটা সমাজতত্ত্বকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের থেকে পৃথক করেছে। তিনি আরও বলেছেন যে, সমাজতত্ত্ব একটি বিশেষ (specific) সামাজিক বিজ্ঞান, কোনও সাধারণ (general) সামাজিক বিজ্ঞান নয়। সমাজে যা কিছু ঘটে তার সবকিছুই সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয়। সচেতন মানুষ হিসেবে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে ব্যক্তি যে সামাজিক কর্ম-ব্যবস্থা (systems of social actions) গড়ে তোলে-তাই সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। জ্যানেইস্কির আর একটি বক্তব্য হ'ল এই যে-সমাজতত্ত্বের পদ্ধতি ভৌত বিজ্ঞান সমূহের মতোই বস্তুগত, সংক্ষিপ্ত ও সুগভীর। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার বিচ্যুতি ঘটায় না সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির মানবিক দিকটি, এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব গড়ে তুলতে গেলে মানবিক বিষয়ের সঙ্গে ভৌতবিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার এক সংমিশ্রণ ঘটানো প্রয়োজন। মানবতাবাদী দিকটিই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার এক কৌলীন্য গড়ে তোলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সমাজতাত্ত্বিক উপাত্ত হিসেবে গণ্য করার মধ্য দিয়ে।

উপরোক্ত অবদান ছাড়াও জ্যানেইস্কি জ্ঞান-সমাজতত্ত্বর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর The Social Role of the Man of knowledge গ্রন্থটি জ্ঞান-সমাজতত্ত্বের জগতে এক অনন্য অবদানই শুধু নয়, তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নিজস্ব ধরনের এক অনবদ্য নিদর্শনও বটে।

অনুশীলনী ঃ ৫

১) 'সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি' নামক গ্রন্থে জ্যানেইস্কি সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে কি মতামত ব্যক্ত করেছেন?

.....

.....

.....

.....

.....

২) 'পোলিশ পেজ্যান্ট' গ্রন্থে থমাস ও জ্যানেইস্কি কি কি ধরনের মানুষের অস্তিত্বের উল্লেখ করেন?

.....

.....

.....

.....

১০.৮ সারাংশ

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে ইওরোপ মহাদেশের কয়েকজন প্রধান সমাজতাত্ত্বিকের অবদান এই এককে আলোচিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে গীতানো মস্কা ও রবার্ট মিশেলস্ মূলত রাষ্ট্রনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক (political sociologist)। মস্কার খ্যাতি প্রধানত তাঁর শাসক শ্রেণীর তত্ত্বের জন্য। ছল-চাতুরী, রাজনৈতিক সূত্র ইত্যাদির মাধ্যমে কিভাবে ক্ষমতাবান সংখ্যালঘু শাসক শ্রেণীর সদস্যরা, ক্ষমতাহীন, অসংগঠিত, সংখ্যাগুরু জনসাধারণের উপর তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করে—মস্কা তারই ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও তাঁকে একজন উদারনৈতিক চিন্তাবিদ বলা হয় তবুও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর চরম বিরোধিতা তাঁকে এক উদারনীতি বিরোধী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই এককে শাসকশ্রেণী তত্ত্বের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক কারণেই সামাজিক বল তত্ত্বেরও আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজতত্ত্বে এলিট তত্ত্বের বিকাশে ভিলফ্রেডো প্যারেটোর পাশাপাশিই উচ্চারিত হয় মস্কা ও মিশেলস্-এর নাম। মিশেলস্-এর মতে, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এলিটরা এক ধরনের গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রবর্তন করে। সংগঠন মানেই গোষ্ঠীতন্ত্র। অতীতে, বর্তমানে গণতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে সর্বদাই গোষ্ঠীতান্ত্রিকতা বর্তমান। মিশেলস্-এর রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহবিধি সংক্রান্ত আলোচনা এই এককে করা হয়েছে।

জ্ঞান সমাজতত্ত্বে তাঁর উল্লেখ্য অবদান কার্ল ম্যানহাইমকে ইউরোপীয় সমাজতত্ত্বে এক অন্যতম আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যদিও কার্ল মার্ক্সের প্রভাব তাঁর জ্ঞান সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় সুস্পষ্ট তবুও মার্ক্সের বিপরীতে শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান, ম্যানহাইমের জ্ঞান সমাজতাত্ত্বিক আলোচনাকে পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। এই এককে তাঁর জ্ঞান সমাজতত্ত্ব'র পাশাপাশি তাঁর মৌলিক অবদান মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প তত্ত্বেরও আলোচনা করা হয়েছে। জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সমাজ পরিকল্পনা ও পুনর্গঠনের মতো প্রায়োগিক বিষয়েও তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এখানে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় নিয়ে দৃষ্টিবাদী গবেষণার জন্য বিখ্যাত উইলিয়াম আইজ্যাক থমাস সামাজিক ব্যবহার ও সামাজিক পরিবর্তনের উপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবুও তিনি মূলত প্রসিদ্ধ ফ্লোরিয়ান এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রণীত The Polish peasant in Europe and America গ্রন্থটির জন্য। সমাজপরিবর্তনে মনোভাব ও মূল্যবোধের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভূমিকা মুখ্য বলে তাঁরা মতপ্রকাশ করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিবিদ্যা সম্পর্কে জ্যানেইস্কির গুরুত্বপূর্ণ অবদানও এই এককে আলোচিত হয়েছে 'পোলিশ পেজ্যান্ট' এর পাশাপাশি। সংক্ষেপে বলা চলে, সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে ইউরোপীয় ঘরানার চিন্তাবিদদের অবদান সম্পর্কে আলোচনার একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই এককে।

১০.৯ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ

১) গীতানো মস্কার শাসন শ্রেণীর তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

২) "সংগঠন মানেই গোষ্ঠীতন্ত্র" —— কার উক্তি ? যুক্তি সহকারে বক্তব্যটির যাথার্থতা বিশ্লেষণ করুন।

৩) কার্ল ম্যানহাইমের মতাদর্শ ও স্বপ্নকল্প তত্ত্বটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৪) জনজাতিসত্ত্বা ও জনজাতি উপসংস্কৃতি'র বিষয়ে থমাস ও জ্যানেইস্কির বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।

৫) সমাজতত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্যানেইস্কি'র মতবাদ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১) সামাজিক বল প্রসঙ্গে মস্কার বক্তব্য কি ?

২) মস্কার শাসক শ্রেণী তত্ত্বটি কিভাবে সমালোচিত হয়েছে ?

৩) 'গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহ আইন' সম্পর্কে কি জানেন ?

৪) গোষ্ঠীতন্ত্রের কি কি বৈশিষ্ট্যে'র কথা মিশেলস্ উল্লেখ করেছেন ?

৫) কার্ল ম্যানহাইমের জ্ঞান-সমাজতত্ত্বের মুখ্য বক্তব্য কি ?

৬) সামাজিক সংগঠনের আলোচনা প্রসঙ্গে থমাস ও জ্যানেইস্কি যে বিভিন্ন ধরনের মানুষের উল্লেখ করেন, সেগুলি কি কি ?

বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নাবলী ঃ

'ক' স্তম্ভ ও 'খ' স্তম্ভ'র মধ্যে সঠিক যোগাযোগ স্থাপন করুন।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
গীতানো মস্কা	পরিস্থিতিগত দৃষ্টিভঙ্গী
রবার্ট মিশেলস্	রাজনৈতিক সূত্র
উইলিয়াম আইজ্যাক থমাস	সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি
কার্ল ম্যানহাইম	রাজনৈতিক সংগঠন
ফ্লোরিয়ান জ্যানেইস্কি	জ্ঞান সমাজতত্ত্ব

১০.১০ উত্তরমালা

অনুশীলনী ঃ ১

১) মস্কা সকল প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনসমষ্টি বা জনগণকে 'শাসক' ও 'শাসিত' এই দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। সংখ্যালঘু, সংগঠিত, ক্ষমতাবান জনগোষ্ঠী যারা অসংগঠিত, সংখ্যাগুরু, ক্ষমতাহীন জনসাধারণের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ছলে, বলে, কৌশলে কায়েম করে, মস্কা তাদেরকেই শাসক শ্রেণী হিসেবে অভিহিত করেছেন।

(২) নিরস্ত্রীকরণের যে স্বপ্ন উদারনৈতিক দার্শনিকেরা দেখেন, মস্কার কাছে তা' নিরর্থক, অনৈতিহাসিক। তাঁর মতে, সামাজিক অত্যাচারী (military tyranny) শাসনই মানব সমাজের ক্ষেত্রে চিরন্তন। অস্ত্র সজ্জিত সেনাবাহিনী আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য।

(৩) ভুল।

অনুশীলনী ঃ ২

(১) গোষ্ঠীতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে এবং অনুগামীদের দক্ষতার অভাব ও আবেগপ্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক সংগঠনে নেতা তার ক্ষমতা বজায় রাখে বলে মিশেলস্ মনে করেন।

(২) মিশেলস্ এর ভাষায় গণতান্ত্রিক সংগঠন এমন একটি সংগঠন যা "নির্বাচিতকে নির্বাচকমণ্ডলীর উপর এবং প্রতিনিধিগণকে প্রতিনিধি প্রেরকদের উপর আধিপত্য প্রদান করে। সংগঠন মানেই গোষ্ঠীতন্ত্র"— সংখ্যাগুরুর উপর সংখ্যালঘুর শাসন, আধিপত্য। " গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহ আইন" তত্ত্বের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় এইটিই।

অনুশীলনী ঃ ৩

(ক) পরিপ্রেক্ষিতের ; (খ) সংরক্ষণশীল ; (গ) বিষয়ানুগতা।

অনুশীলনী ঃ ৪

(১) থমাস বর্ণিত চারটি ইচ্ছা নিম্নরূপ ঃ-

১। নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছা, ২। কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা, ৩। স্বীকৃতিলাভের ইচ্ছা ; ও ৪। নিরাপত্তালাভের ইচ্ছা।

(২) থমাসের মতে, আধুনিক সমাজ এক দ্রুত ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং এই পরিবর্তনের ধাক্কায় ভেঙে যাচ্ছে পুরোন সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যেকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতাজনিত স্থায়িত্ব। আধুনিক সমাজের বিশৃঙ্খলার মূল কারণ এইটিই।

অনুশীলনী ঃ ৫

(১) প্রথমত, সমাজতত্ত্ব কোনও সাধারণ সমাজবিজ্ঞান নয়, একটি বিশেষ সমাজবিজ্ঞান এবং এর একটি